

আস-সুনাহ ফাউন্ডেশন নিউজলেটার

ত্রৈমাসিক

অক্টোবর ২০২৬ | বর্ষ ০১ | সংখ্যা ০৩



স্বাবলম্বীকরণ প্রকল্প-২০২৬

স্বাবলম্বী নম্বর : ৫৫৫০

উপকারভোগীর নাম : মো. খোকন

ঠিকানা : দক্ষিণ বাসুদেবপুর, হাকিমপুর,
দিনাজপুর।

টাকার পরিমাণ : ৫০,০০০/-



আস-সুনাহ ফাউন্ডেশন

উন্নয়ন কর্মসূচি, দক্ষিণ ময়মনসিংহ

সম্পাদকীয়

‘অগ্রযাত্রা’ কেবল একটি সাময়িকী নয়; বরং এটি আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের সামাজিক, মানবিক ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডের এক স্বচ্ছ আয়না। ফাউন্ডেশনের সার্বিক কার্যক্রম এই সাময়িকীতে লৈখিকরূপে প্রতিফলিত হয়।

আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের ওপর আস্থা রেখে আপনারা যে পবিত্র আমানত আমাদের হাতে তুলে দেন, তা কীভাবে দেশজুড়ে অসহায় ও অভাবগ্রস্ত মানুষের কল্যাণে ব্যয়িত হচ্ছে তার বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ উপস্থাপন করা আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

আপনাদের এই আন্তরিক দান, ভালোবাসা ও সার্বিক সহযোগিতায় প্রান্তিক অবহেলিত মানুষের জীবনে আজ যে ইতিবাচক পরিবর্তনের জোয়ার এসেছে, সেই বাস্তব চিত্র পাঠকদের সামনে তুলে ধরা আমাদের দায়িত্ব। এই দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে ‘অগ্রযাত্রা’র এই সংখ্যায় আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের হালনাগাদ তথ্য তুলে ধরা হলো:

স্বাবলম্বীকরণ প্রকল্প: আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের সেবামূলক কার্যক্রমসমূহের অন্যতম। বর্তমান সংখ্যায় এই প্রকল্পের ১১৮ জন উপকারভোগীর বিস্তারিত তালিকা তুলে ধরা হলো। পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে অবশিষ্ট তালিকা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

গৃহায়ন প্রকল্প: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আবাসন নিশ্চিত করতে আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলোর ধারাবাহিকতায় এবার রংপুর জেলায় নির্মিত ৫৮টি টেকসই টিনশেড ঘরের বিবরণ ও তালিকা যুক্ত করা হয়েছে।

সরেজমিন ফিচার: আমাদের কাজের স্বচ্ছতা ও গুণগত মান নিশ্চিত করতে ‘অগ্রযাত্রা’ টিমের প্রতিনিধি সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে গৃহায়ন ও স্বাবলম্বীকরণ প্রকল্পের চমৎকার কিছু ফিচার ও প্রতিবেদন তৈরি করেছেন। তার কয়েকটি এই সংখ্যায় স্থান পেয়েছে।

বৃক্ষরোপণ প্রকল্প: পরিবেশ সুরক্ষা এবং সাদাকায়ে জারিয়াহর লক্ষ্যে পরিচালিত হয় বৃক্ষরোপণ প্রকল্প। এ বছরের বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম গত মাসে সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রকল্পের বিস্তারিত প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়েছে এই সংখ্যায়।

নিরাপদ পানি: ‘নিরাপদ পানি’ আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের অন্যতম সাদাকায়ে জারিয়াহমূলক প্রকল্প। এই প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কয়েকটি কার্যক্রমের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

মাদরাসাতুস সুন্নাহ: শিক্ষাক্ষেত্রে মাদরাসাতুস সুন্নাহ প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। এই সংখ্যায় থাকছে এ সংক্রান্ত বিবরণও।

আমরা বিশ্বাস করি, মানবকল্যাণে পথচলা একা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা কেবল একটি মাধ্যম; মূল চালিকাশক্তি হলেন আপনারা—দাতা, শুভাকাঙ্ক্ষী ও পাঠকবৃন্দ।

আপনাদের যে কোনো গঠনমূলক মতামত, পরামর্শ ও প্রতিক্রিয়া আমাদের পরবর্তী সংখ্যাগুলোকে আরো সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করবে। আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের সকল কল্যাণমূলক কাজে আপনাদের অংশগ্রহণ আশা করছি। মহান আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাগুলোকে সাদাকায়ে জারিয়াহ হিসেবে কবুল করুন। আমীন!

যে পাতায় যা আছে



১১০০ অসহায় মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করার উদ্যোগ

বেকার, অদক্ষ ও অসচ্ছল মানুষকে স্থায়ীভাবে আয়ের সুযোগ করে দিতে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন পরিচালনা করছে 'স্বাবলম্বীকরণ প্রকল্প ২০২৬'। এককালীন সহায়তার বদলে উপকারভোগীদের প্রয়োজন ও সক্ষমতা অনুযায়ী দেওয়া হচ্ছে ভ্যানগাড়ি, দোকানের মালামাল, গবাদিপশু ও ক্ষুদ্র ব্যবসার উপকরণ। প্রথম ধাপে ৪২টি উপজেলার ১১৩টি ইউনিয়নে সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্য রয়েছে প্রায় ১১০০ জনকে। ৬ মে থেকে শুরু হওয়া এ ধাপের বাজেট ৫ কোটি ৫০ লাখ টাকা। এরই অংশ হিসেবে দিনাজপুরে ইতিমধ্যে ১১৮ জনকে মোট ৫৯ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে। এই অর্থ দিয়ে কিনি দেওয়া হয়েছে প্রয়োজনীয় উপকরণ। উপকারভোগীদের পূর্ণ তালিকা দেখুন মূল প্রতিবেদনে।

বিস্তারিত পড়ুন : ৬ পৃষ্ঠা

পেয়েছেন আস-সুন্নাহর ঘর, এখন আর থাকতে হয় না গৃহ পালিত পশু-পাখির সঙ্গে

রংপুরের কাউনিয়ার তিস্তা নদীবেঁধা হায়বত খাঁ গ্রামের সন্তরোধর্ষ মো, ফুল মিয়া একসময় কটকটি বিক্রি করতেন। বয়সের ভারে এখন ভিক্ষাবৃত্তিই তার একমাত্র অবলম্বন। আট সদস্যের পরিবার নিয়ে জীর্ণ এক ঘরে তিনটি ছাগল-বকরি ও হাঁস-মুরগির সঙ্গে গাদাগাদি করে থাকতেন। 'বন্যা পুনর্বাসন প্রকল্প ২৪'-এর আওতায় আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের কাছ থেকে পেয়েছেন দুটি টিনের ঘর। ঘর পাওয়ার আগে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও পাঁচটি সূরা মুখস্থের কোর্স সম্পন্ন করেন। নতুন ঘর পাওয়ায় স্বস্তি ফিরে এসেছে পরিবারটিতে।



বিস্তারিত পড়ুন : ৭ পৃষ্ঠা



দুনিয়াবি স্বাবলম্বিতার সঙ্গে আখিরাতের পুঁজি

রংপুরের পীরগাছার বাসিন্দা হাবিবুর রহমান। ৬৩ বছর বয়সী এই বৃদ্ধ পেশায় দিনমজুর। দরিদ্র হাবিবুরের জীবনে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের স্বাবলম্বীকরণ প্রকল্প। সুবিধা পাওয়ার আগে তিনি দ্বীনিয়াত কোর্সে অংশ নিয়ে ইসলামের মৌলিক বিষয় ও কয়েকটি সূরা শেখেন। প্রকল্পের আওতায় পেয়েছেন ৫০ হাজার টাকা। কিনেছেন একটি গরু ও পশু পালনের প্রয়োজনীয় উপকরণ। ভবিষ্যতে গরুর সংখ্যা বাড়িয়ে তা বিক্রি করে ব্যবসা শুরু করতে চান তিনি। অর্থনৈতিক সহায়তার পাশাপাশি দ্বীন শিক্ষা পেয়ে এখন নিয়মিত নামাজি হয়েছেন হাবিবুর।

বিস্তারিত পড়ুন : ৯ পৃষ্ঠা

অসহায় মানুষের জন্য আরও ১,৫০০ টিনের ঘর (২য় পর্ব)

নদীভাঙন ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র পরিবারের জন্য 'বন্যা পুনর্বাসন প্রকল্প ২০২৪'-এর আওতায় ১ হাজার ৫০০টি টিনের ঘর নির্মাণ করছে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন। দেশের বিভিন্ন দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় যাচাই-বাছাই শেষে এসব ঘর নির্মাণ ও হস্তান্তর করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত হস্তান্তর করা হয়েছে প্রায় ২৪১টি ঘর। গত সংখ্যায় নীলফামারী ও গাইবান্ধার তথ্য প্রকাশের পর এবার তুলে ধরা হয়েছে রংপুর জেলার ৫৮টি ঘরের তথ্য। সেখানে প্রতিটি ঘরে গড়ে ১ লাখ ৫৮ হাজার ৯৫৪ টাকা ব্যয় হয়েছে। মোট ব্যয় ৯২ লাখ ১৯ হাজার ৩০৬ টাকা। উপকারভোগীদের পূর্ণ তালিকা দেখুন মূল প্রতিবেদনে।

বিস্তারিত পড়ুন : ১০ পৃষ্ঠা





যে ঘরে ঢুকত সাপ-ব্যাঙ, সেখানে নিরাপদে থাকার প্রশান্তি

অন্যের জমিতে দিনমজুরি করে সংসার চালান ছালেহা বেগম (৬০)। রংপুরের কাউনিয়ার বালাপাড়া গ্রামের এই নারীর স্বামী টুপি, তসবি ও বই বিক্রি করে আয় করেন সামান্য। সাত সদস্যের পরিবারটি জোড়াতালি দেওয়া ঘরে থাকত। বৃষ্টি হলেই ঘরে পানি উঠত, ঢুকত সাপ-ব্যাঙ। অসুস্থ মেয়ে ও দুই নাতনির দায়িত্বও ছিল তাঁর ওপর। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে পরিবারটির খোঁজ পায় আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন। যাচাই-বাছাই শেষে 'বন্যা পুনর্বাসন প্রকল্প ২৪'-এর আওতায় নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে দুটি নতুন ঘর। ছালেহা বেগম বলেন, 'আল্লাহর রহমত, তাদের দয়ায় আমার ঘর হইছে।'

বিস্তারিত পড়ুন : ১১ পৃষ্ঠা

বিস্তারিত পড়ুন : ১২ পৃষ্ঠা

মহান চন্দ্র, সুশান্ত রায় ও সুজন রায়ের নতুন ঘর

নীলফামারীর মহান চন্দ্র, সুশান্ত কুমার রায় ও সুজন রায়ের পরিবারের ঘরগুলো ছিল জরাজীর্ণ ও অনিরাপদ। দারিদ্র্যের কারণে নতুন ঘর নির্মাণের সামর্থ্য ছিল না তাদের। বর্ষায় পানি, শিলাবৃষ্টিতে পাথর, সাপের ভয় ইত্যাদি নানা দুর্ভোগ নিয়ে কাটিত দিন-রাত। এমন পরিস্থিতিতে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় তাদের জন্য নির্মাণ করা হয় মজবুত টিনশেড ঘর। বিনামূল্যে পাওয়া নতুন ঘরে কেটে গেছে অনিশ্চয়তা। জীবনে ফিরে এসেছে নিরাপত্তা, মর্যাদা ও নতুন আশার আলো।



২ লাখ চারায় সবুজ ভবিষ্যতের স্বপ্ন

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও তাপপ্রবাহ মোকাবিলায় 'বৃক্ষরোপণ প্রকল্প-২০২৬' বাস্তবায়ন করেছে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন। তিন মাসের এই কর্মসূচিতে দেশের ৬৩ জেলার ৭০৭ ইউনিয়নের ১ হাজার ২৭৫টি স্থানে বিতরণ ও রোপণ করা হয়েছে আম, লিচু, পেয়ারা ও লেবুর ২ লাখ ২ হাজার ৪৪২টি চারা। এর মধ্যে ৬৭৫টি বাগান, ৩২০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং ২৮০টি মসজিদ ও কমিউনিটি চারাগুলো পেয়েছে। এতে সরাসরি উপকৃত হয়েছেন প্রায় ৮০ হাজার মানুষ। পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি ফলদ গাছের মাধ্যমে ভবিষ্যতে আয় ও দীর্ঘস্থায়ী সাদকায় জরিয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

বিস্তারিত পড়ুন : ১৪ পৃষ্ঠা



প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের জীবনমান উন্নয়নে গভীর নলকূপ স্থাপন

'নিরাপদ পানি প্রকল্প ২০২৬'-এর আওতায় প্রত্যন্ত ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন করেছে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন। ভোলার চরফ্যাশনের ঢালচর ইউনিয়নের তারুয়া ও মাজেরচরে প্রায় ২১০ পরিবারের জন্য স্থাপন করা হয়েছে চারটি গভীর নলকূপ। আগে অধিকাংশ পরিবার ব্যবহার করত খাল ও সমুদ্রের লোনা পানি। অন্যদিকে কক্সবাজারের পেকুয়ার পূর্ব গোয়াখালীতে নিরাপদ পানির সংকট দীর্ঘদিনের। অনেক পরিবারকে কিনে খেতে হতো পানি। সেখানে ১১৫০-১২০০ ফুট গভীর একটি নলকূপ স্থাপনের ফলে ২০-২৫টি পরিবার সারা বছর নিরাপদ পানি ব্যবহারের সুযোগ পাবে।



বিস্তারিত পড়ুন : ১৬ পৃষ্ঠা

জেনারেল ও মাদরাসা শিক্ষার সুর মিলেছে যেখানে

'মাদরাসাতুস সুন্নাহ' জেনারেল ও মাদরাসা শিক্ষার সমন্বয়ে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, যেখানে কুরআন-হাদীস ও হিফযের পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, বিজ্ঞানের মতো প্রতিটি বিষয়ে দেওয়া হয় সমান গুরুত্ব। শিক্ষার্থীরা স্মার্ট ক্লাসরুম, বিজ্ঞান মেলা ও নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখতে পারছে হাতে-কলমে। এতে তাদের সুযোগ হয় নিজেদের আগ্রহ ও সক্ষমতা অনুযায়ী ভবিষ্যতের পথ বেছে নেওয়ার। প্রগ্রেস স্টেপ, রিভিশন উইক ও শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার মান নিশ্চিতের চেষ্টাও চলছে। পাশাপাশি রুট পরিবর্তনের সুযোগ থাকায় শিক্ষার্থীরা মাদরাসা বা জেনারেল-উভয় ধারায় উচ্চশিক্ষার পথ খোলা রাখতে পারছে।

বিস্তারিত পড়ুন : ১৮ পৃষ্ঠা





‘মেধাবী প্রজেক্টের’ মেধাবীরা

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের অনন্য উদ্যোগের নাম ‘মেধাবী প্রজেক্ট’। এতে পড়াশোনার উপযোগী পরিবেশ, স্বাস্থ্যকর খাবার, দীনি অনুশাসন ও শৃঙ্খলা অনুশীলনের মাধ্যমে ছাত্রদের সূনাগরিক করে গড়ে তোলাই প্রধান লক্ষ্য। একই সাথে আগ্রহের ভিত্তিতে যে কেউ কাজ করতে পারে নিজের দক্ষতা উন্নয়নে। নওশাদ, মানিক, মাহমুদুল, জাকির ও মিজানুরের অভিজ্ঞতায় উঠে এসেছে—মেসজীবনের অনিয়ম ও সময়ের অপচয় কমিয়ে এখানে তারা মনোযোগী হয়েছে পড়াশোনায়া। পাশাপাশি সুযোগ পেয়েছে পাঁচ ওয়াক্ত নামায, কুরআন শিক্ষা, কম্পিউটার, ইংরেজি ও বিসিএস প্রস্তুতির। অ্যাকাডেমিক ফলাফলেও ঘটেছে তার প্রতিফলন। তবে প্রকল্পটির সাফল্য শুধু ভালো সিজিপিএতে নয়; শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলিত জীবনযাপন, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি ও ভবিষ্যৎ প্রস্তুতিতেও ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে।

বিস্তারিত পড়ুন: ২২ পৃষ্ঠা

মেধাবীতে যুক্ত হলো ‘বিসিএস প্রস্তুতি কোর্স’

‘মেধাবী প্রজেক্টে’ যুক্ত হয়েছে ‘বিসিএস প্রস্তুতি কোর্স’। শিক্ষার্থীদের স্নাতক শেষ হওয়ার আগেই বিসিএস ও সরকারি চাকরির প্রস্তুতিতে এগিয়ে নিতে গত ৪ আগস্ট শুরু হয় কোর্সটি। প্রায় ৬৬৫ শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে ২৫০ জন এতে অংশ নিচ্ছেন। প্রতি সপ্তাহে তিনটি বিষয়ভিত্তিক ক্লাস, পরীক্ষা ও একটি মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত দুই জন স্থায়ী শিক্ষকসহ অভিজ্ঞ শিক্ষকেরা এতে ক্লাস নিচ্ছেন। প্রায় শতভাগ উপস্থিতি প্রমাণ করে, শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ঠিক কতটা। ভবিষ্যতে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক, মডেল টেস্ট ও ক্যাডারদের বিশেষ সেশন যুক্ত করার পরিকল্পনাও রয়েছে কর্তৃপক্ষের।



বিস্তারিত পড়ুন: ২৫ পৃষ্ঠা



বরিশাল বিভাগের ইমাম-খতীবদের নিয়ে ৫ম ইমাম প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বরিশাল বিভাগের নির্বাচিত ১০৩ জন ইমাম ও খতীবকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের ৫ দিনব্যাপী আবাসিক ৫ম ইমাম প্রশিক্ষণ কর্মশালা। মিয়র থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রে দাওয়াতের আলো ছড়াতে এ কর্মশালায় সমকালীন চিন্তাধারা, বুদ্ধিবৃত্তিক দাওয়াহ, প্রযুক্তি ও ফ্যাক্ট চেকিং, লিডারশিপ এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার মতো ১০টি যুগোপযোগী বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। শায়খ আহমাদুল্লাহ উদার মানসিকতা নিয়ে পরিবর্তনের কাজে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। এ প্রশিক্ষণ তাদের সামাজিক ভূমিকা ও দীনি খেদমতে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে প্রশিক্ষণার্থীরা ব্যক্ত করেন।

বিস্তারিত পড়ুন: ২৬ পৃষ্ঠা

কারও অন্তর নেক ও পরিচ্ছন্ন হলে তার খুব ছড়াবেই: শায়খ আহমাদুল্লাহ

আল্লাহ তাআলা প্রকাশ্য আমলের পাশাপাশি অপ্রকাশ্য নেক আমলের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। একইভাবে প্রকাশ্য গুনাহের সাথে সাথে গোপন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকারও নির্দেশ দিয়েছেন। মানুষের অন্তর যদি নষ্ট হয়ে যায়, বাহ্যিক আমল ও সুন্দর আচরণ দিয়েও তা আড়াল করা যায় না। তাই হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, শত্রুতা ও দুনিয়ার মোহ থেকে অন্তরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। প্রতিদিন নিজের অন্তরের অবস্থা পর্যালোচনা করতে হবে। আমরা যদি ভেতর থেকে নেক হয়ে যাই, তাহলে তার প্রভাব কথা, চিন্তা ও আচরণে প্রকাশ পাবেই। আল্লাহর কাছে সুস্থ, পবিত্র ও তাকওয়াপূর্ণ অন্তর চাইতে হবে।



বিস্তারিত পড়ুন: ২৭ পৃষ্ঠা



আস-সুন্নাহ দাওয়াহ অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ১০ দিনব্যাপী মুয়াযযিন প্রশিক্ষণ

মসজিদের মিনার থেকে আযানের আহ্বানকে সুনিপুণ, বিস্তৃত ও শ্রুতিমধুর করতে আস-সুন্নাহ দাওয়াহ অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট আয়োজন করে ১০ দিনব্যাপী ‘মুয়াযযিন প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম’ (২য় ব্যাচ)। সারা দেশ থেকে আবেদনের ভিত্তিতে নির্বাচিত ২৮ জন মুয়াযযিন এতে অংশ নেন। প্রশিক্ষণে আযান-ইকামাতের শুদ্ধ উচ্চারণ, মাসআলা, মদীনা ও মিশরীয় সুরের অনুশীলন, কর্তের চর্চা, পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট এবং সাউন্ড সিস্টেমসহ নানা বিষয়ে তালিম দেওয়া হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ মুয়াযযিনদের দীনি ও সামাজিক দায়িত্বের ওপর জোর দেন, যা তাদের আত্মোন্নয়ন ও খেদমতে নতুন উদ্দীপনা জোগাবে।

বিস্তারিত পড়ুন: ৩০ পৃষ্ঠা

১১০০ অসহায় মানুষকে আত্মনির্ভরশীল করার উদ্যোগ

দিনমজুর, কর্মহীন, বিধবা বা প্রতিবন্ধী—সমাজের প্রান্তিক পর্যায়ে এমন নানা মানুষ আছেন, যারা অর্থকষ্টে জর্জরিত। অথচ একটু পুঁজি বা প্রশিক্ষণ পেলেই তারা ঘুরে দাঁড়াতে পারেন। খারাপ সময় পেরিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করার স্বপ্ন দেখেন। দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা এ ধরনের বেকার ও অদক্ষ মানুষকে প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় উপকরণ দেওয়ার মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তুলতে কাজ করছে আস-সুনাহ ফাউন্ডেশন। শুধু এককালীন সহায়তা নয়, বরং উপার্জনের একটি স্থায়ী পথ তৈরি করাই এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্যে কর্মক্ষম কিন্তু অসচ্ছল নারী-পুরুষকে তাদের প্রয়োজন ও সক্ষমতা অনুযায়ী দেওয়া হচ্ছে ভ্যানগাড়ি, দোকানের মালামাল, গবাদিপশু, ক্ষুদ্র ব্যবসার প্রয়োজনীয় উপকরণ ইত্যাদি।

 মোট উপকারভোগী ১১০০ জন	 মোট বাজেট ৫ কোটি ৫০ হাজার	 জনপ্রতি বাজেট ৫০ হাজার	 দিনাজপুর জেলার উপকারভোগী ১১৮ জন	 নির্ধারিত এলাকা ৪২ টি উপজেলা ১১৩ টি ইউনিয়ন ৭৪ কমিউনিটি
---	---	--	--	---

নিচে দিনাজপুর জেলার উপকারভোগীদের তালিকা দেওয়া হলো—

[বি.দ্র.: অনেক উপকারভোগী প্রধান উপকরণের পাশাপাশি সেটি পরিচালনা বা কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রীও কিনেছেন। যেমন: গরুর সঙ্গে গরুর খাবার ও ঘর তৈরির উপকরণ, ভ্যানের সঙ্গে বিক্রির জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল ইত্যাদি।]



তথ্য

নাম	মো. ওবায়দুল
উপকরণ	ভ্যান ক্রয়
মোবাইল	০১৭****২৬০
ঠিকানা	নশরতপুর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর



তথ্য

নাম	মো. আব্দুল খালেক
উপকরণ	রসূনের ব্যবসা
মোবাইল	০১৩****১৩৩
ঠিকানা	নশরতপুর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর



তথ্য

নাম	মো. আব্দুর রাজ্জাক আলী
উপকরণ	ভ্যান ক্রয়
মোবাইল	০১৭****৪৬২
ঠিকানা	নশরতপুর, নশরতপুর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর

উপকারভোগীদের পূর্ণ তালিকা ৩২ নম্বর পৃষ্ঠায়।

পেয়েছেন আস-সুন্নাহর ঘর, এখন আর থাকতে হয় না গৃহপালিত পশু-পাখির সঙ্গে

ধানখেতের মাঝখান দিয়ে সরু মাটির পথ। ঠিক পথও নয়—খেতের আল কিছুটা প্রশস্ত করে তৈরি হয়েছে যাতায়াতের ব্যবস্থা। কোথাও শুকনো, কোথাও ডুবে আছে কাদা-পানিতে। তাই বাড়িতে যেতে মাড়াতে হয় অন্যের উঠান ও জমি। ভরা বর্ষায় অবশ্য সেই আলেরও কোনো অস্তিত্ব থাকে না।

এমন নানা সমীকরণ মিলিয়ে পৌঁছাতে হয় মো. ফুল মিয়ার বাড়িতে। রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার টেপামধুপুর ইউনিয়নের হায়বত খাঁ গ্রামে এই বৃদ্ধের বাড়ি। তিস্তা নদীর পাড়ঘেঁষা ইউনিয়নটির উল্লেখযোগ্য অংশই চরাঞ্চল। ফলে প্রত্যন্ত এই এলাকার যোগাযোগব্যবস্থাও বেশ নাজুক।

সন্তোরোধ ফুল মিয়ার জীবনটাও যেন এই এলাকার পথের মতোই—অনিশ্চয়তায় ভরা। একসময় গ্রাম ঘুরে ঘুরে বিক্রি করতেন কটকটি। বয়সের ভারে সেই কাজ ছেড়েছেন বহু আগে। এখন সংসারের খরচ চালাতে ভিক্ষাবৃত্তিই তার একমাত্র অবলম্বন। অথচ আট সদস্যের পরিবার চালানোর জন্য এই আয় একেবারেই অপ্রতুল।

উপার্জনের কথা জানতে চাইতেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন ফুল মিয়া। বলেন, ‘আগে কটকটি বেচছিলাম। এখন হাটপার পারি না। দশ বাড়ি খুঁজে ভাত খাই। কষ্ট হলেও মানি নেওয়া লাগে। ওই যে আপনারা একটু

মাংস দিগেছিলেন (‘সবার জন্য কুরবানী’ প্রকল্পের আওতায়), আইজ পর্যন্ত এক পোয়া মাংস কিনতে পারি নাই। এই ভাবে আছি।’

ফুল মিয়ার মতো অসহায় ও দরিদ্র মানুষের আবাসনের সংকট লাঘব করতে ‘বন্যা পুনর্বাসন প্রকল্প ২০২৪’—এর আওতায় সারা দেশে ১ হাজার ৫০০টি টিনের ঘর নির্মাণ করছে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন। এর মধ্যে রংপুর, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রামের দরিদ্র মানুষের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে ৫৮টি ঘর। ফুল মিয়া তাদেরই একজন।

বেশ কয়েক বছর আগে মানুষের কাছে হাত পেতে কোনোরকমে একটি ঘর বানিয়েছিলেন তিনি। সেই পুরাতন ঘরে গাদাগাদি করে থাকতে হতো পুরো পরিবারকে। দৈনন্দিন জীবনযাপন ছিল বেশ কষ্টের। জানতে চাইলাম, দুটি নতুন ঘর পেয়ে এখন খুশি তো? আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ফুল মিয়া বলেন, ‘ওই এক ঘরে আমরা সবাই মিলা থাকতাম। তিনটা ছাগল-বখরি, হাস-মুরগি আর আন্দা-পাক সব ওই ঘরতই হইছে। এখন আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন থেকে ঘর পাছি। তিন ছেলে তিন মেয়ে নিয়া আমার আর থাকার অসুবিধা নাই। নামাজ পড়ি, আল্লাহর কাছে দুআ করি।’

ঘর পাওয়ার আগে অবশ্য একটি শর্ত পূরণ করতে হয়েছে তাকে। আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের স্থানীয়

আগে



পরে



স্বচ্ছাসেবকদের তত্ত্বাবধানে মাসব্যাপী কোর্স করেছেন। ইসলামের মৌলিক কিছু নিয়মকানুন শেখার পাশাপাশি সহিহ উচ্চারণে মুখস্থ করেছেন ৫টি সূরা। উত্তীর্ণ হতে হয়েছে পরীক্ষায়ও। এখন ফুল মিয়া নিয়মিত নামাজও পড়েন।

তার ১৭ বছর বয়সী বড় ছেলে কয়েক মাস ধরে ঢাকার

একটি বেকারিতে কাজ করছেন। মাসে তিন-চার হাজার টাকা করে বাড়িতে পাঠান। সেই সামান্য আয় আর নতুন ঘরের স্বস্তি নিয়েই দিন কাটছে পরিবারটির। তাই সাক্ষাৎকারের শেষদিকেও তিনি বলে উঠলেন, “যে আমাকে ঘর দিছে, তাকে আল্লাহ হেফাজত করুক, শান্তি দিক, অসুখ-বিসুখ মাফ করুক, রহমত করুক।”

দক্ষ, পরিশ্রমী ও নির্ভরযোগ্য এসি-ফ্রিজ টেকনিশিয়ান খুঁজছেন?

দক্ষ রেফ্রিজারেশন ও এসি টেকনিশিয়ান দিচ্ছে
আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন

♦ যেসব সমস্যা সমাধানে পারদর্শী তারা ♦

- এসি ও ফ্রিজ ফিটিং, সার্ভিসিং, গ্যাস চার্জিং ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ।
- রশিতে বুলে বিশেষ নিরাপত্তার সাথে যেকোনো উচ্চতায় এসি ইনস্টলেশনে সক্ষম।
- গ্যাস ওয়েল্ডিং, ব্রেজিং, টিউব প্রসেসিং ও ওএইচএস নিরাপত্তা বিধি পালনে কঠোর সতর্কতা।
- আধুনিক ইনভার্টার ও নন-ইনভার্টার টেকনোলজির নিখুঁত কাজ।

আপনার প্রতিষ্ঠানে পরিশ্রমী ও দক্ষ কর্মী নিয়োগ দিতে
নিচের গুগল ফর্মটি পূরণ করুন



সার্বিক যোগাযোগ

01958277606

(HR Department)

দুনিয়াবি স্বাবলম্বিতার সঙ্গে আখিরাতে পুঁজি

‘হাটুয়াত (হাটুতে) হাত দিয়া যে ‘সুবহানা রাব্বিয়াল আজিম’ পড়া লাগে, সেটাও আমরা পাই নাই (পারিনি), মূর্খ। এই ছজুর হামাক শিখায় দিছে, এখন আল্লাহ দেয় মোটামুটি নামাজ পড়বার যাই।’ কথাগুলো বলছিলেন হাবিবুর রহমান।

পেশায় দিনমজুর এই ব্যক্তির জীবনে পরিবর্তনের আশা জাগিয়েছে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের স্বাবলম্বীকরণ প্রকল্প। তবে এই সুবিধা পাওয়ার আগে হাবিবুরকে সম্পন্ন করতে হয়েছে দ্বীনীয়াত ও তালবিয়াত কোর্স। এতে ইসলামের মৌলিক বিষয় শেখানোর পাশাপাশি কয়েকটি সূরা মুখস্থ করানো হয়। শুরুতে সেই বিষয়টি তিনি উল্লেখ করছিলেন।

রংপুরের পীরগাছা উপজেলার কৈকুড়ী ইউনিয়নের এই উপকারভোগীর বয়স ৬৩ বছর। যেদিন কাজ পান, সেদিন সংসারের খরচ চলে। কাজ না থাকলে ভরসা করতে হয় আগের দিনের আয়ের ওপরই। এভাবেই কেটে গেছে গোটা জীবন।

কয়েকটি গলির ভেতর দিয়ে যেতে হয় হাবিবুর রহমানের বাড়িতে। আড়াই শতক জমির ওপর দুটি টিনের ঘর। চার সদস্যের পরিবার কোনো রকমে চালিয়ে নিয়েছেন তিনি। তবে কয়েক বছর আগে দুই ছেলের বিয়ে দেন। বিয়ে করেই আলাদা সংসার পাতে ছেলে-পুত্রবধুরা।

এখন তারা মা-বাবাকে আর খরচ দেন না। ফলে এই বয়সেও জীবিকার জন্য প্রতিদিন কাজের সন্ধান করতে হয় হাবিবুরকে।

দ্বীনী শিক্ষার পাশাপাশি এই প্রকল্পের আওতায় তিনি পেয়েছেন ৫০ হাজার টাকা। স্বেচ্ছাসেবকের তত্ত্বাবধানে সেই টাকা দিয়ে কিনেছেন একটি গরু এবং এটি পালনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ। লালন-পালন করে গরুর সংখ্যা বাড়ানোই এখন তার লক্ষ্য। স্বপ্ন দেখেন, ভবিষ্যতে এগুলো বিক্রি করে বড় অঙ্কের টাকা পাবেন। এরপর সেই অর্থ দিয়ে শুরু করবেন ব্যবসা।

স্থানীয় ইমাম আবু হুরায়রা বলেন, ‘আমি আট বছর ধরে এখানকার মসজিদে ইমামতি করি। কখনো এই লোককে মসজিদে দেখিনি, নিতেও পারিনি। আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের এই প্রজেক্টের মাধ্যমে তাকে এখন শেখানো যাচ্ছে। আগে কখনোই সূরা-কেরাত পড়ে নাই। এমনকি কালেমাও জানত না।

জীবনের এই পর্যায়ে এসে নতুন করে ইসলামকে জানা বা স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা—সবকিছু মিলেই তার নতুন পথচলা। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার পাশাপাশি দ্বীনী জ্ঞান প্রদানের এই উদ্যোগ হাবিবুরের মতো অনেকেরই আখিরাতে পুঁজি তৈরি করতে সাহায্য করছে।



স্বাবলম্বীকরণ প্রকল্পের আওতায় পাওয়া উপকরণের সামনে হাবিবুর রহমান।



অসহায় মানুষের জন্য আরও ১,৫০০ টিনের ঘর (২য় পর্ব)

নদীভাঙন ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র মানুষের জন্য ১ হাজার ৫০০টি টিনের ঘর নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন। ‘বন্যা পুনর্বাসন প্রকল্প ২০২৪’-এর আওতায় দেশের বিভিন্ন দুর্যোগ প্রবণ এলাকার অসহায় পরিবার এসব ঘর পাবে। ইতোমধ্যে যাচাই-বাছাই শেষে কিছু জেলায় ঘর নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে, কয়েকটি জেলায় এখনও চলছে। টিনের ঘর হওয়ায় তুলনামূলক কম সময়ে নির্মাণ সম্ভব হচ্ছে।

 হস্তান্তর করা ঘর ২৪১টি [এখন পর্যন্ত]	 রংপুর জেলায় ঘর ৫৮টি	 প্রতিটি ঘর নির্মাণে গড় ব্যয় ১ লাখ ৫৮ হাজার ৯৫৪ টাকা	 রংপুর জেলায় মোট ব্যয় ৯২ লাখ ১৯ হাজার ৩০৬ টাকা
---	---	--	--

[উপকরণ পরিবহনে দূরত্বের পার্থক্য থাকায় অন্য জেলার সঙ্গে ঘর নির্মাণের খরচে তারতম্য হয়]

নিচে রংপুর জেলার উপকারভোগী পরিবারের নাম, ঠিকানা, ঘরের আগের ও বর্তমানের ছবি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য তুলে ধরা হলো। বাকি জেলার তথ্য ধারাবাহিকভাবে পরবর্তী সংখ্যাগুলোতে প্রকাশ করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

উপকারভোগীদের পূর্ণ তালিকা ৩৭ নম্বর পৃষ্ঠায়।

যে ঘরে ঢুকত সাপ-ব্যাঙ, সেখানে নিরাপদে থাকার প্রশান্তি

ছালেহা বেগমের (৬০) বাড়ি রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার গোপিডাঙ্গা ইউনিয়নে। গ্রামের নাম বালাপাড়া। সবুজ-শ্যামল এই গ্রামে মৌসুমভেদে চাষ করা হয় ধান, ভুট্টা, বাদাম, মরিচসহ নানা ফসল। এই চাষাবাদের সঙ্গে জড়িত ছালেহা বেগমের জীবনও। অন্যের জমিতে দিনমজুরি করেই চলে তার সংসার। কখনো ধানখেতে নিড়ানি দেন, কখনো মরিচ বা ভুট্টা তোলেন। তবে কৃষিকাজের এই সুযোগ থাকে বড়জোর ছয় মাস। বছরের বাকি সময় বসে থাকতে হয় তাকে।

স্বামী টুপি, তসবি, মলম ও বই-পুস্তক বিক্রি করে সামান্য আয় করেন। টানাটানির সংসারে অভাব তাই নিত্যসঙ্গী। তবে সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা ছিল মাথা গোঁজার ঘরটি নিয়ে। সাত সদস্যের পরিবারটি থাকত জোড়াতালি দেওয়া ঘরে। সময়ের সঙ্গে সেটিও হয়ে উঠেছিল বসবাসের প্রায় অনুপযোগী।

বৃষ্টির সময় পরিস্থিতি হয়ে উঠত ভয়াবহ। পূর্বের ঘরের বর্ণনা দিতে গিয়ে ছালেহা বেগম জানান, ‘একটু বৃষ্টি

কাজ করে আয় করতেন ছালেহা বেগমের মেয়ে। টিউমারে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ায় অকর্মণ্য স্বামীর কাছে হয়ে যান বোবা। একপর্যায়ে মারধর করে পার্টিয়ে দেওয়া হয় মায়ের কাছে। সেই থেকে মেয়ের চিকিৎসার চেষ্টা করছেন ছালেহা। এছাড়া শোধ করতে হচ্ছে খাণের কিছু অর্থ। এসব কারণে নাতনীর খাতা-কলম-স্কুলের বেতনের অর্থ জোগানো হয়ে পড়েছিল অসম্ভব। ফলে তার লেখাপড়াও ছিল বন্ধ।

স্থানীয় স্বচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে পরিবারটির খোঁজ পায় আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন। যাচাই-বাছাই শেষে ‘বন্যা পুনর্বাসন প্রকল্প ২৪’-এর আওতায় তাদের জন্য নির্মাণ করা হয় দুটি নতুন ঘর।

এমন ঘর পাওয়ার কথা কখনো ভেবেছিলেন ছালেহা বেগম? ‘নাহ বাবা’—ঝটপট উত্তর দেন এই নারী। একটু থেমে বললেন, ‘যখন নাম-টাম লিপ্ত করি নিয়া গেল, আমি তো বিশ্বাস করছেলাম যে হবে না। এরকম আরও অনেক জনে নিয়া গেছে। এটাও এরকমই ফাউল মনে



আগে



পরে

পূর্বের ঘর (বাম ছবিতে) এবং আস-সুন্নাহর তৈরি বর্তমান ঘরের (ডান ছবি) সামনে ছালেহা বেগম।

আসলেই আমার ঘরে পানি উঠত, সময়ে সময়ে বান (বন্যা) উঠত। সাপ-ব্যাঙ সব কিছুই ঢুকত। খুব কষ্টের উপর ছিলাম। চকির ওপর ছাগল থুছি, হাস-মুরগি থুছি। থুইয়া বসি বসি আইত কাটাছি।’

স্বামী-স্ত্রীর সামান্য আয় দিয়ে সংসার চালানোই কঠিন। এর মধ্যে মেয়ে ও দুই নাতনীর দায়িত্বও এসে পড়েছে তার কাঁধে। চার সন্তানের মধ্যে একমাত্র জীবিত এই মেয়ের সংসার টেকেনি। আগে গার্মেন্টসে

হয়। এখন তো আল্লাহর রহমত, তাদের দয়ায় আমার ঘর হইছে। খুশিমনে আমাক যেটা দেছে, এটিতে আমি লাখো শুকরিয়া।’

নিরাপদ আবাসন নিশ্চিত হওয়ায় এখন স্বচ্ছন্দে নিজেদের উপার্জনে মনোযোগ দিতে পারেন এই বৃদ্ধা। এই উপকারভোগী বিশ্বাস করেন, আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের এই সহযোগীতা তার জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।



মহান চন্দ্র, সুশান্ত রায় ও সুজন রায়ের নতুন ঘর

জীবনে যত কষ্টই থাকুক, দিন শেষে মাথা গোঁজার মতো একটি নিরাপদ আশ্রয় সবারই প্রয়োজন। কিন্তু প্রকৃতির নির্মমতায় কিংবা দারিদ্র্যের কষাঘাতে সেই ঠিকানাটুকু যাদের নষ্ট হয়ে যায়, তাদের দিন কাটে অনিশ্চয়তায়।

এমনই এক অনিশ্চিত বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছিলেন নীলফামারীর তিনটি পরিবার। তিনটি ভিন্ন পরিবার হলেও তাদের কষ্টের রূপটি ছিল প্রায় এক। তবে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের সহায়তায় সেই জীর্ণ দিনের অবসান ঘটিয়ে তারা ফিরে পেয়েছেন নতুন ঘর, নতুন সম্মান।

ভাঙা ঘরের করুণ চিত্র

কৃষিকাজ করে চারজনের সংসার চালানো মহান চন্দ্রের স্বপ্ন ছিল একটা শক্তপোক্ত ঘরের। কিন্তু সকাল আটটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজ়ে যে সামান্য আয় হতো, তা দিয়ে সন্তানদের লেখাপড়া আর খাবার জোগাতেই শেষ। ঘর তোলার সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না বিন্দুমাত্র। একটি মাত্র ঘরে মানুষের পাশাপাশি গোয়ালঘরের গরুর সাথে গাদাগাদি করে কাটাতে হতো রাত। শীতের রাতে ফাঁকা বাঁশের বেড়া গলে তীব্র বাতাস ঢুকত, আর বর্ষায় ছিল বিষধর সাপের ভয়।

জলঢাকারই আরেক প্রান্তে রাজমিস্ত্রির কাজ করেন সুশান্ত কুমার রায়। তার অবস্থা ছিল আরও করুণ। দিনে সাড়ে ৪০০-৫০০ টাকার আয়ে বৃদ্ধা মা, স্ত্রী ও তিন কন্যা সন্তানসহ ছয়জনের পেট চালানোই যেখানে দায়, সেখানে অসুস্থ মায়ের চিকিৎসার ওষুধ কেনার টাকাও জুটত না।

সুশান্ত বলেন, ‘ঘরের ভিতরে থাকলে আকাশের চন্দ্রতারা সবই দেখা যেত।’ শুধু তা-ই নয়, শিলাবৃষ্টির দিনে চাল ফুটো করে আসা পাথরের আঘাতে রক্তাক্ত হতে হয়েছে তার সন্তান ও স্ত্রীকে। বৃষ্টির রাতে বিছানা এক কোণে গুটিয়ে শিশুসন্তানদের কোলে নিয়ে জেগে কাটিয়েছেন বছরের পর বছর। একই দুর্দশার চিত্র ছিল ডোমারের দিনমজুর সুজন রায়ের ঘরেও। বাতাসে হেলে পড়া টিনের জীর্ণ ঘরে বৃদ্ধ বাবা আর সন্তানদের নিয়ে ঝড়ের রাতে ভিজ়ে কাটাতে হতো তাদের।

আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের ভূমিকা

উত্তরবঙ্গের নদীভাঙন ও বন্যাপ্রবণ এলাকার এই ঘরহারা মানুষগুলোর দুর্ভোগের কথা জানতে পেরে এগিয়ে আসে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন। বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে তাদের জন্য তৈরি করে দেওয়া হয় দৃষ্টিনন্দন ও মজবুত টিনশেড ঘর।

সহায়তা প্রাপ্তির সততা ও স্বচ্ছতা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন উপকারভোগীরা নিজেই। সুশান্ত কুমার রায় আবেগপ্লুত হয়ে জানান, ‘এর জন্য কেউ আমার কাছ থেকে এক আনা পয়সাও নেয়নি। যারা কাজ করতে বা দেখতে এসেছেন, তারা আমাদের বাড়ি থেকে এক কাপ চাও খাননি, একটা পানও খাননি। এমনকি নাটবল্টু কেনার জন্য আমার নিজ পকেট থেকে খরচ হওয়া ৪০০ টাকাও তারা বিকাশে পাঠিয়ে দিয়েছেন।’

বিনামূল্যে এমন পাকা টিনের ঘর পেয়ে স্থানীয় প্রতিবেশীরাও প্রথমে বিশ্বাস করতে চাননি। কারণ অতীতে অনেক প্রতিষ্ঠানই ঘর দেওয়ার কথা বলে টাকা হাতিয়ে নিয়ে প্রতারণা করেছিল।

নতুন ঠিকানা, নতুন ভোর

আজ আর মহান চন্দ্রের সন্তানদের শীতের রাতে গরুর পাশে ঘুমাতে হয় না। সারাদিনের খাটুনি শেষে তিনি এখন পরিবার নিয়ে শান্তিতে ঘুমাতে পারেন। সুশান্তের ছোট মেয়ের ভয় ভেঙেছে, বান্ধবীরা এখন তাদের নতুন ঘর দেখতে এসে প্রশংসা করে। আর সৃজন রায়ের বাবার

মলিন মুখে ফুটে উঠেছে জীবনের পরম তৃপ্তি।

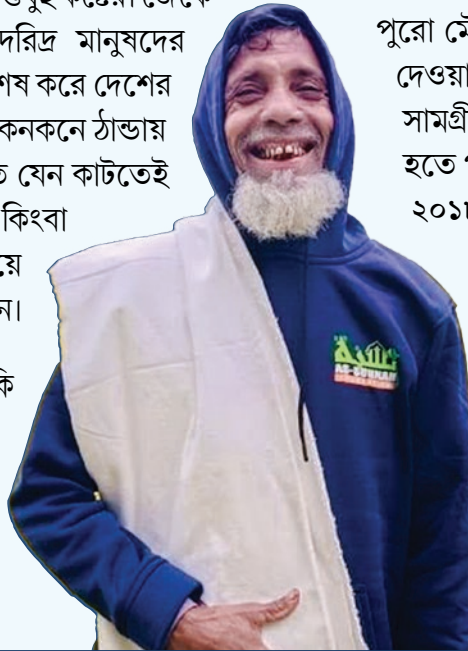
আজ ভাঙা ঘরের কষ্ট দূর হয়েছে, ফিরে এসেছে নতুন মর্যাদা আর মাথা উঁচু করে বাঁচার আত্মবিশ্বাস। দীর্ঘদুর্যোগের মেঘ কেটে নীলফামারীর এই প্রান্তিক পরিবারগুলোর আঙিনায় এখন নতুন ভোরের সোনালি রোদ্দুর।

শীতাত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সময় এখনই

বছরধুরে আবার আসছে শীত। কারও কাছে প্রিয় এই ঋতু, কারও কাছে ঘুরতে যাবার মৌসুম। কিন্তু শীত নিবারণের জন্য ন্যূনতম পোশাকও যাদের নেই, তাদের কাছে এ সময়টি শুধুই কষ্টের। জেকে বসা কুয়াশায় অসহায় ও দরিদ্র মানুষদের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ। বিশেষ করে দেশের প্রত্যন্ত ও শীতপ্রবণ এলাকার কনকনে ঠান্ডায় এই শ্রেণির মানুষগুলোর রাত যেন কাটতেই চায় না। তখন একটি কম্বল কিংবা উষ্ণ পোশাকই তখন হয়ে ওঠে স্বস্তির প্রধান অবলম্বন।

শীতজনিত কষ্ট ও স্বাস্থ্যঝুঁকি

কমাতে তাদের জন্য কিছু করা শুধু সহায়তা নয়



মানবিক দায়িত্বও বটে। প্রতি বছরের মতো এবারও এই মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন। ‘শীতবস্ত্র বিতরণ প্রকল্প ২০২৬-২৭’ শিরোনামে এই কার্যক্রমের মাধ্যমে পুরো মৌসুমজুড়ে দেশের নানা প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া হবে প্রয়োজনীয় শীতবস্ত্র ও উষ্ণতার সামগ্রী। এই মহৎ উদ্যোগের অংশীদার হতে পারেন আপনিও।

২০১৮ সাল থেকে শীতাত মানুষের জন্য এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন। এ পর্যন্ত দেশের ১ লাখ ৯২ হাজার ৭৩৮ জন দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

এক বা একাধিক পরিবারকে সহযোগিতা করতে প্যাকেজের দাম অনুপাতে বা সামর্থ্য অনুযায়ী দান করতে পারেন।

প্রকল্পের নাম : শীতবস্ত্র বিতরণ প্রকল্প ২০২৬-২৭

প্যাকেজ

সম্ভাব্য উপকারভোগী
প্রায় ৩০,০০০ অসহায় পরিবার

বিতরণকেন্দ্র
৬০০ টি

১টি কম্বল

১টি হুডি

দান করতে ও
বিস্তারিত জানতে
স্ক্যান করুন

সময়কাল
নভেম্বর ২০২৬-
জানুয়ারি ২০২৭

প্রতি প্যাকেজের মূল্য
১২০০ টাকা

১টি
শীতের টুপি

১ জোড়া
মোজা





আস-সুনাহ ফাউন্ডেশনের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ২ লাখ চারায় সবুজ ভবিষ্যতের স্বপ্ন

ছোট শিশুর হাতে ছোট একটি চারা। ছবিটি দেখে প্রথমেই মনে আসে—‘আগামীর সম্ভাবনা’। যত্ন পেলে শিশুটি যেমন একদিন হয়ে উঠবে পরিবারের আশ্রয়, দেশের সম্পদ; তেমনই চারাটিও একদিন হয়ে উঠতে পারে একটি পরিবারের আয়ের উৎস কিংবা ছায়ার আশ্রয়। এমন লাখো চারা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে দেশের নানা প্রান্তে। তাই এই উদ্যোগকে শুধু বৃক্ষরোপণ নয়, সবুজ ভবিষ্যৎ নির্মাণেরও প্রয়াস হিসেবে বললেও ভুল হবে না।

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও তীব্র তাপপ্রবাহের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোই ছিল বৃক্ষরোপণের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। কারণ পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বাড়ছেই। ফলে হুমকির মুখে পড়ছে পরিবেশের স্বাভাবিক ভারসাম্য। এমন বাস্তবতায় পরিবেশ রক্ষায় অন্যতম কার্যকর উপায় হলো বৃক্ষরোপণ। ইসলামের দৃষ্টিতেও বৃক্ষরোপণ একটি মহৎ কাজ এবং সাদকায়ে জারিয়ার মাধ্যম।

এসব ভাবনা থেকেই দেশজুড়ে বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ নেয় আস-সুনাহ ফাউন্ডেশন। ‘বৃক্ষরোপণ প্রকল্প-২০২৬’ শীর্ষক এই তিন মাসব্যাপী কর্মসূচি

শেষ হয় সেপ্টেম্বরে। দেশের ৬৩টি জেলার ৩৩২টি উপজেলায় মোট ৭০৭টি ইউনিয়নে বিতরণ ও রোপণ করা হয় আম, লিচু, পেয়ারা ও লেবু গাছের চারা। গাছ নির্বাচনে বিবেচনা করা হয়েছে মানুষের পুষ্টির চাহিদা ও আয়ের সুযোগ।

এ বছর ২ লাখ চারা বিতরণের লক্ষ্য নিয়ে শুরু হয় কর্মসূচি। তবে শেষ পর্যন্ত সফলভাবে বিতরণ করা হয় ২ লাখ ২ হাজার ৪৪২টি চারা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ১ হাজার ২৭৫টি স্থানে পৌঁছায় এসব ফলদ গাছ। এর মধ্যে ৬৭৫টি বাগান, ৩২০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং ২৮০টি মসজিদ ও কমিউনিটিতে উৎসব মুখর পরিবেশে পালিত হয়েছে এই কর্মসূচি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে এ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয়েছে নানা বয়সী শিক্ষার্থীদের। এর মাধ্যমে পরিবেশের প্রতি দায়িত্ববোধ তৈরি ও সবুজ ক্যাম্পাস গঠনে শিশু ও তরুণদের উদ্বুদ্ধ করা হয়।

বাগানগুলোতে দেওয়া হয় ৬০ হাজার ৯৯০টি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (স্কুল, কলেজ ও মাদরাসায়) ৮৮ হাজার ২৬২টি এবং মসজিদ ও কমিউনিটিতে ৫৩ হাজার ১৯০টি চারা। এর মধ্যে প্রজাতিভেদে আমের চারা ৯৮ হাজার ২৮৯টি, লিচু ৭০ হাজার ৮৭৯টি, লেবু

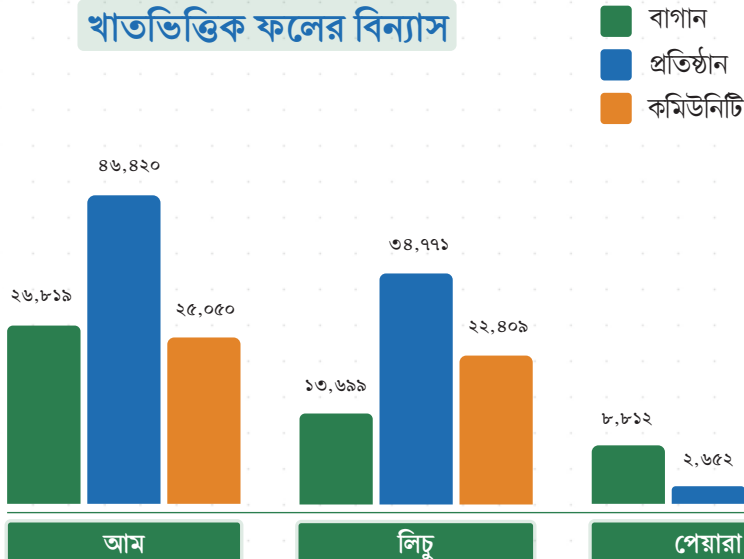
১৯ হাজার ১৭০টি এবং পেয়ারা ছিল ১৪ হাজার ১০৪টি।

এই উদ্যোগের প্রত্যক্ষ উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ৮০ হাজার। জেলা পর্যায়ের স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বয়ে পরিচালিত হয়েছে বিতরণ কার্যক্রম। স্থানীয় অনেক মানুষও এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দিয়েছেন সময় ও শ্রম।

তিন মাসের এই কর্মসূচি শেষ হয়েছে, কিন্তু এখনো শেষ হয়নি গল্প। দেশের সব প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়া ২ লাখের বেশি চারাগাছ একদিন বড় হবে। দেবে ছায়া, ফল ও সবুজের আবহ। মানুষের উপকারে আসা প্রতিটি বৃক্ষ হয়ে উঠবে দাতাদের জন্য দীর্ঘস্থায়ী সাদকায়ে জারিয়ার একটি মাধ্যম।



খাতভিত্তিক ফলের বিন্যাস



খাতভিত্তিক বিতরণ





পেকুয়া, কক্সবাজার

আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগ

প্রত্যন্ত এলাকার মানুষের জীবনমান উন্নয়নে গভীর নলকূপ স্থাপন

চারিদিকে অঁঠে পানি, অথচ পান করা যায় না, ব্যবহার করা যায় না দৈনন্দিন কাজেও। সমুদ্র উপকূলবর্তী মানুষের নিত্য দিনের সমস্যার মধ্যে নিরাপদ পানির সংকট অন্যতম। এই সমস্যা নিরসনে ‘নিরাপদ পানি প্রকল্প ২০২৬’-এর আওতায় দেশের সুবিধাবঞ্চিত প্রত্যন্ত এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন। এ বছর ৭টি জেলার ১০টি স্থানে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। নিচে কয়েকটির চিত্র তুলে ধরা হলো—

১. খাল-সমুদ্রের লোনা পানিতেই ভরসা

ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার এক দুর্গম এলাকা ঢালচর ইউনিয়নের তারুয়া ও মাজেরচর। মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন সমুদ্র উপকূলবর্তী এই অঞ্চলে পৌঁছানোই একটা চ্যালেঞ্জ। উপজেলা শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কচ্ছপিয়া ঘাটা সেখান থেকে ট্রলারে পাড়ি দিতে হয় আরও প্রায় ৫ ঘণ্টার পথ।

এই চরের ৪ ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করে প্রায় ২১০টি পরিবার। এতগুলো মানুষের জন্য পুরো এলাকায় টিউবওয়েল আছে মাত্র একটি। যা বিশুদ্ধ পানির চাহিদার তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল। বিকল্প না থাকায় অধিকাংশ পরিবার খাল ও সমুদ্রের লোনা পানিতে ফিটকিরি মিশিয়ে কোনোরকমে ব্যবহার করত। অস্বাস্থ্যকর পানি ব্যবহারের ফলে তৈরি হচ্ছে নানা

ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি।

এই সংকট মোকাবিলায় ঢালচর ইউনিয়নের আদর্শপাড়া, মাজেরচর বাজার, কেরামতগঞ্জ, তারুয়ায় প্রায় ১ হাজার ফুট গভীর ৪টি টিউবওয়েল স্থাপন করেছে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন। ফলে দুর্গম এলাকার এই মানুষগুলো নিরাপদ ও সুপেয় পানির আওতায় এসেছে। ৪টি নলকূপ স্থাপনে মোট খরচ হয়েছে ৩ লাখ ৮৮ হাজার টাকা।

২. পানি কিনে খেত পেকুয়ার এসব পরিবার

বাংলাদেশের উপকূলবর্তী একটি উপজেলার নাম পেকুয়া। কক্সবাজারের এই এলাকাটির উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষই দরিদ্র। অনেক পরিবারের বাড়িঘরের অবস্থাও অত্যন্ত নাজুক। তবে এখানকার মানুষের

অন্যতম বড় সমস্যা নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকট। পানির স্তর নেমে গেছে অনেক নিচে।

বিশেষ করে পূর্ব গোয়াখালী গ্রামের বাসিন্দারা দীর্ঘদিন এই সমস্যায় ভুগছে। আশপাশের এলাকায় কিছু টিউবওয়েল থাকলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা নগণ্য। আবার নতুন গভীর টিউবওয়েল স্থাপনের খরচও মেটানোর সামর্থ্য তাদের নেই। ফলে নিরুপায় হয়ে অনেক পরিবারকে পানি কিনে খেতে হয়। এই

মানবিক সংকট দূর করতে পূর্ব গোয়াখালীতে একটি গভীর টিউবওয়েল স্থাপন করে দিয়েছে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন।

এখন প্রায় ২০ থেকে ২৫টি অসহায় পরিবার সারা বছর নিরাপদ পানি পাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। কমবে পানিবাহিত রোগের ঝুঁকিও। ১১৫০ – ১২০০ ফুট গভীর এই নলকূপ স্থাপনে খরচ হয়েছে মোট ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা। এর মধ্যে ৭০ হাজার টাকার ব্যয় বহন করেছে গ্রামবাসী।



📍 মাজেরচর বাজার, ঢালচর, চরফ্যাশন, ভোলা।



📍 কেরামতগঞ্জ, ঢালচর, চরফ্যাশন, ভোলা।



📍 তারুয়া, ঢালচর, চরফ্যাশন, ভোলা।



📍 আদর্শপাড়া, ঢালচর, চরফ্যাশন, ভোলা।



মাদরাসাতুস সুন্নাহ

জেনারেল ও মাদরাসা শিক্ষার সুর মিলেছে যেখানে

‘আমার মা...না চাইলেও...আমি মাদরাসায় আসি।’ একটু খেমে, মিষ্টি ও দৃঢ় কর্তে কথাগুলো বলেছে আব্দুল্লাহ আল কায়িফ। প্রশ্ন ছিল—প্রতিদিন সকালে মাদরাসায় আসতে ভালো লাগে, নাকি মা জোর করে পাঠান? জবাবে এভাবেই পরিষ্কার বাংলায় উত্তর দিয়েছে সাত বছর বয়সি এই শিশু। সে মাদরাসাতুস সুন্নাহর কেজি শ্রেণির শিক্ষার্থী। আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের শিক্ষা অভিযাত্রার সূচনা-প্রতিষ্ঠান হিসেবে ২০২৩ সালে যাত্রা শুরু করে ‘মাদরাসাতুস সুন্নাহ’। বাড়ডার সানভ্যালী আবাসনের রুক সি-তে এই মাদরাসার ক্যাম্পাস অবস্থিত।

এত আগ্রহ কেন? মাদরাসার কোন কোন বিষয় ভালো লাগে? কায়িফ বলে, ‘এখানে উস্তাযাদের ভালো লাগে, স্মার্ট বোর্ড ভালো লাগে। কারণ উস্তাযা বুঝিয়ে বুঝিয়ে পড়ান। আর মাদরাসায় না এলে কেমনে শিখব, তাই আসি।’

এই বয়সি শিশুদের কাছে সব প্রশ্নের উত্তর চাওয়াটাও একধরনের বাড়তি প্রত্যাশা। কিন্তু কায়িফ ও তার বন্ধুরা স্বচ্ছন্দে গুছিয়ে উত্তর দিয়েছে। তাদের বলার ভঙ্গি, ভালোলাগার বিষয়গুলো স্পষ্ট করে বলতে পারা এবং সাধারণ কথোপকথন ছিল বেশ পরিণত।

বাসায় কতক্ষণ পড়তে হয়, জানতে চাইলাম। কায়িফের

সহপাঠী ফায়েজ আব্দুল্লাহ নিজেই বলতে চাইল, ‘বাসায় গিয়ে পড়তে হয় না। শুধু হোমওয়ার্ক করি। তারপর খেলা করি।’ পাশে চুপ করে বসে থাকা ফান্তাহ রাইয়ান শোনাল সেদিনের শেখা ইংরেজি বাক্য—‘May I come in, Ustaza? আমি কি আসতে পারি, উস্তাযা?’

তিনজনের পছন্দের বিষয় আলাদা। কারও ভালো লাগে

মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার আগে সবার সামনে কথা বলতে একটু ভয় লাগত। এখানে নিয়মিত পাবলিক স্পিকিং, বিতর্ক ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছি। ধীরে ধীরে ভয় কেটে গেছে। এখন সবার সামনে সহজেই কথা বলতে পারি।

—রাশেদুল ইসলাম, ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী

বাংলা, কারও ইংরেজি, আবার কারও আরবি। কিন্তু স্বপ্ন একই—তারা ডাক্তার হতে চায়। কারণ তাদের ভাষ্যে, ডাক্তাররা মানুষকে অসুস্থতা থেকে বাঁচায়।

মাদরাসাতুস সুন্নাহর প্রাঙ্গণে বসে গল্প জমে উঠেছিল। কিন্তু ছুটির ঘণ্টা পড়ে যাওয়ায় থামতে হলো। শিক্ষক কীভাবে সম্মেহে তাদের আরবি শেখান কিংবা বন্ধুদের

সঙ্গে কাটাকুটি খেলায় কে জেতে—সেই গল্প অন্য একদিন শোনানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েই বিদায় নিল তারা।

শিশুদের চোখে মাদরাসা

শিশুদের কাছে মাদরাসাতুস সুন্নাহর প্রথম পরিচয়টি খুব সরল। এখানে উস্তাযা আছেন, বন্ধু আছে, খেলার মাঠ



আছে। সুযোগ আছে নতুন কিছু শেখারও। প্রথম শ্রেণির সাফিয়া মেহজাবিন নোবনীর কাছে মাদরাসায় আসার কারণ উস্তাযার স্নেহ ও আদর। একই শ্রেণির আফিয়া বিনতে আসাদের ভালো লাগে বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো।

শিশুদের শেখার অভিজ্ঞতায় শুধু বই থাকলেই চলে না। শিক্ষক, সহপাঠী, শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ এবং শেখার আনন্দ—সব মিলিয়েই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়।

অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট হওয়ার স্বপ্ন

মাদরাসাতুস সুন্নাহর চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী ফাইজুল্লাহ বিন আহমদ হতে চায় অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট—জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী। অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্টরা পদার্থবিজ্ঞানের সাহায্যে মহাবিশ্বের কার্যপ্রক্রিয়া বোঝার চেষ্টা করেন এবং নক্ষত্র, গ্রহ, গ্যালাক্সি ও ব্ল্যাক হোলের মতো বিষয় নিয়ে গবেষণা করেন।

ফাইজুল্লাহ জানায়, ছোট থেকেই জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে আগ্রহ থাকলেও মাদরাসার কার্যক্রম তাকে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা নিয়ে ভাবতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। মাদরাসার আয়োজিত সর্বশেষ বিজ্ঞান মেলায়ও শিক্ষার্থীরা নানা প্রকল্প নিয়ে যুক্ত হয়েছে।

বিজ্ঞানে আগ্রহ থাকলেও সবাই বিজ্ঞানী হতে চায়, এমনটা নয়। ৫ম শ্রেণির নেসারুল্লাহ হতে চায় সফটওয়্যার প্রকৌশলী। দেশের এই খাতে অবদান

পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট বা পিএমপিডির আওতায় শিক্ষকদের দেওয়া হয় বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ। মিটিংয়ে অভিভাবকরা অভিযোগ করলে নেওয়া হয় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা। যোগাযোগের ক্ষেত্রে ও প্রয়োজনীয় তথ্য সহজে পেতে রয়েছে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অ্যাপ।

মিনহাজুর রহমান
উপাধ্যক্ষ ও আরবি বিভাগের প্রধান

রাখাই তার লক্ষ্য। অন্যদিকে দেশে ও বিদেশে সর্বোচ্চ পর্যায়ের পড়াশোনা শেষে ব্যবসায় মন দেওয়ার পরিকল্পনা রাশেদুল ইসলামের। তার মা-বাবাও ছেলের এই ইচ্ছায় ইতিবাচক।

সর্বশেষ বিজ্ঞান মেলায় নেসারুল্লাহ তৈরি করেছে প্রোটোটাইপ রকেট লঞ্চার, রাশেদুল তৈরি করেছে ড্রোন। অর্থাৎ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এখানে শুধু বইয়ের অধ্যায় নয়। তৈরি হচ্ছে শিক্ষার্থীদের হাতে—কলমে কাজ করার সুযোগও। নিজের পরিবর্তনে সন্তুষ্ট রাশেদুল ইসলাম আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বলে, ‘মাদরাসায় ভর্তি হওয়ার আগে সবার সামনে কথা বলতে একটু ভয় লাগত। এখানে নিয়মিত পাবলিক স্পিকিং, বিতর্ক ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছি। ধীরে ধীরে ভয় কেটে গেছে। এখন সবার সামনে সহজেই কথা বলতে পারি।’



এই ভিন্ন ভিন্ন স্বপ্নই সমন্বিত শিক্ষার সম্ভাবনাকে সামনে আনে। একজন হয়তো আলেম হতে চাইবে, অন্যজন বিজ্ঞানী, কেউ প্রকৌশলী বা ব্যবসায়ী। শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ পছন্দ শুরুতেই একটি নির্দিষ্ট পেশায় আটকে যাচ্ছে না। বরং আগ্রহ ও সক্ষমতা অনুযায়ী পথ তৈরি করার চেষ্টা রয়েছে এখানে।

সমন্বিত শিক্ষা: সফলতা আছে, আছে কিছু চ্যালেঞ্জ

জেনারেল ও মাদরাসা শিক্ষাকে একসঙ্গে এগিয়ে নেওয়া সহজ কাজ নয়। তবে পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টার ফলেই এই মাদরাসার প্রতি অভিভাবকদের আশ্রয় বাড়ছে। বাস্তবতা হলো—শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা এক নয়। কেউ দ্রুত শেখে, কেউ সময় নেয়। তবে ছোট বয়সে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা সমন্বিত ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনামূলক সহজে মানিয়ে নিতে পারে।

এই পার্থক্য বিবেচনায় রেখে নিয়মিত শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি মূল্যায়নের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিটি টার্মে নেওয়া হয় তিনটি করে ‘প্রগ্রেস টেস্ট’। এর মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা হয় শিক্ষার্থীর বর্তমান অবস্থা। আশানুরূপ ফল না এলে আবার শেখানো হয়। এরপর ফলাফল ও শিক্ষকদের মন্তব্যসহ অভিভাবকদের অবহিত করা হয়, বলেন উস্তায সাজিদ মাহমুদ।

মেধাবী ও তুলনামূলক দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা কার্যক্রম রাখা হয় উল্লেখ করে উস্তায আতিকুর রহমান

উস্তায শাহনাজ আক্তার সমন্বিত পদ্ধতির একটি বাস্তব চ্যালেঞ্জের কথা উল্লেখ করেছেন। তার মতে, দুটি প্রধান ভাষায় নির্দেশনা দেওয়া শুরুতে কিছু শিক্ষার্থী সমস্যায় পড়ে। তবে সময়ের সঙ্গে তারা মানিয়ে নিচ্ছে। অর্থাৎ সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থায় বাড়তি পড়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সেই চাপ সামলানোর সক্ষমতা তৈরির বিষয়টিও গুরুত্ব পাচ্ছে।

ভাষা শেখানো হচ্ছে ব্যবহারিক দক্ষতা হিসেবে

মাদরাসাতুস সুন্নাহর শিক্ষাব্যবস্থায় আরবি ও ইংরেজিকে আলাদা গুরুত্ব দেওয়ার কথা জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির কর্তৃপক্ষ। ইংরেজি কারিকুলাম তৈরির সময় পর্যালোচনা করা হয়েছে কেমব্রিজ, এডেল্ফেল ও আইবির বিভিন্ন কার্টামো। তবে বর্তমান সিলেবাস তৈরিতে অনুসরণ করা হচ্ছে কেমব্রিজ গ্লোবাল ইংরেজি।

সিনিয়র ভাইস প্রিন্সিপাল ও ইংরেজি বিভাগের প্রধান হাসান কিবরিয়া বলেন, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত এই কারিকুলাম অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের সিইএফআর—



জানান, প্রতিটি প্রগ্রেস টেস্টের আগে থাকে ‘রিভিশন উইক’। এসময় আগের পড়া পুনরায় অনুশীলন করানোর পাশাপাশি অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিক্ষার্থীদের ওপর দেওয়া হয় বিশেষ নজর। লক্ষ্য হলো, সবাইকে একটি গ্রহণযোগ্য মানের মধ্যে নিয়ে আসা।

শিক্ষকরা জানিয়েছেন, এমন অনেক শিক্ষার্থী ছিল যারা আগে পড়াশোনায় দুর্বল ছিল, ক্লাসে সাড়া দিত না। কিন্তু আকর্ষণীয় ও শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শ্রেণিকক্ষ এবং পাঠদান পদ্ধতির কারণে ক্রমান্বয়ে তাদের আচরণ ও ক্লাসে অংশগ্রহণে পরিবর্তন এসেছে। ভালো হয়েছে ফলাফলও।

এর বি-১ স্তরে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য রয়েছে। এরপর নবম ও দশম শ্রেণিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পরীক্ষার কার্টামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রস্তুতি নেওয়া হবে।

আরবি শিক্ষাতেও ব্যবহারিক দক্ষতার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। ইসলামিক স্টাডিজের ক্লাসে যতটা সম্ভব ব্যবহার করা হয় আরবি ভাষা। এই কারিকুলামে বয়স ও শ্রেণিভিত্তিকভাবে কুরআনের আয়াত ও হাদীস, মাসনূন দুআ ও আদব, মৌলিক আকীদা, নামায-রোযা ও পবিত্রতাসহ প্রয়োজনীয় মাসআলা, নবী ও সালাফের জীবনী এবং ইসলামের আদর্শ ও মূল্যবোধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে জানান মাদরাসার উপাধ্যক্ষ ও আরবি

বিভাগের প্রধান মিনহাজুর রহমান।

লক্ষ্য শুধু পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়া নয়। দুটো ভাষাতেই লিসেনিং, স্পিকিং, রিডিং ও রাইটিং—চারটি দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানোই উদ্দেশ্য। ফলে ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষা, জ্ঞানচর্চা ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভাষাগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে এই শিক্ষার্থীরা এগিয়ে থাকবে।

প্রযুক্তি, হিফয ও মূল্যবোধ

মাদরাসাতুস সুন্নাহর স্বাতন্ত্র্য শুধু সমন্বিত কারিকুলামে সীমাবদ্ধ নয়। স্মার্ট ক্লাসরুম, মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন ও ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহারের মাধ্যমে প্রযুক্তিকে করা হয়েছে শ্রেণিকক্ষের অংশ।

অন্যদিকে ইসলামী শিক্ষার ভিত রাখা হয়েছে নিয়মিত পাঠক্রমের মধ্যেই। হিফযুল কুরআনও সিলেবাসের অংশ। শিক্ষার্থীর স্মরণশক্তির সক্ষমতা অনুযায়ী হিফযের পরিমাণ ভিন্ন হতে পারে। তবে অন্তত পাঁচ পারা হিফয সবার জন্য বাধ্যতামূলক রাখার পরিকল্পনা রয়েছে। তৃতীয় শ্রেণি থেকে শুরু হয় হিফয কার্যক্রম।

আর এখানেই আসে ‘রুট পরিবর্তনের সুযোগ’—এর বিষয়টি। প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা অনুযায়ী, শিক্ষার্থী একদিকে মাদরাসা শিক্ষার উচ্চতর ধারায় এগিয়ে যেতে পারবে; অন্যদিকে রুট পরিবর্তন করে পুরোপুরি জেনারেল শিক্ষাধারাতেও খোলা থাকবে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পথ। ফলে মাদরাসায় অর্জিত হিফয, মৌলিক ইসলামী জ্ঞান ও আরবি ভাষার ভিত্তি

তার সঙ্গে থাকবে সবসময়।

শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণও এই ব্যবস্থার একটি অংশ। মিনহাজুর রহমান বলেন, পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্ট প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট বা পিএমপিডির আওতায় শিক্ষকদের দেওয়া হয় বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ। মিটিংয়ে অভিভাবকরা অভিযোগ করলে নেওয়া হয় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা। যোগাযোগ ও প্রয়োজনীয় তথ্য সহজে পেতে রয়েছে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অ্যাপ।

সর্বোপরি বলা যায়, দ্বীনি শিক্ষা ও আধুনিক সাধারণ শিক্ষাকে পরস্পরের বিকল্প হিসেবে দেখার বদলে একীভূত করে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে মাদরাসাতুস সুন্নাহ।

কায়ফের কাছে স্মার্ট বোর্ড যেমন শেখার আনন্দ, ফাইজুল্লাহর কাছে বিজ্ঞান মেলা অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট হওয়ার স্বপ্ন দেখার অনুপ্রেরণা, তেমনই একই শিক্ষাব্যবস্থায় কুরআনের হাফেযও হতে চায় এই শিক্ষার্থীরা। যা আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় বিরল।

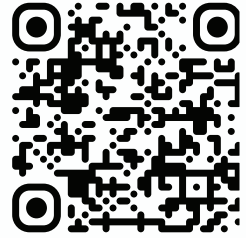


‘মাদরাসাতুস সুন্নাহ’

সম্পর্কে

বিস্তারিত জানতে

স্ক্যান করুন





‘মেধাবী প্রজেক্টের’ মেধাবীরা

একজন শিক্ষার্থীর ভালো ফলাফলের পেছনে মেধা ও পরিশ্রমের পাশাপাশি প্রয়োজন উপযুক্ত পরিবেশ। মনোযোগ দিয়ে পড়ার সুযোগ, স্বাস্থ্যকর খাবার, সুশৃঙ্খল জীবনযাপন ও মানসিক প্রশান্তি—সবকিছুর সমন্বয় একজন শিক্ষার্থীকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করে। আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের ‘মেধাবী প্রজেক্ট’ সেই লক্ষ্যেই গড়ে উঠেছে। এখানে আবাসনের পাশাপাশি পড়াশোনার উপযোগী পরিবেশ, দ্বীনি অনুশাসন, দক্ষতা উন্নয়ন ও ক্যারিয়ার বিষয়ক প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

প্রতিষ্ঠার এক বছরের মধ্যেই এই উদ্যোগের প্রভাব পড়েছে শিক্ষার্থীদের সাফল্যে। ফলাফলে দেখা যায়, অনেক শিক্ষার্থীই নিজের বিভাগে সেরা তিনে জায়গা করে নিয়েছেন। পড়াশোনায় মেধার স্বাক্ষর রাখার পাশাপাশি শিখছেন কুরআন, কম্পিউটার ও ইংরেজি। অনেকে যুক্ত হচ্ছেন বিসিএস প্রস্তুতি কোর্সে। তাদের কয়েকজনের গল্প নিয়েই এই আয়োজন।

মেসের খালাদের ডিল করা মন্ত্রীদে ডিল করার সমান

মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থী নওশাদ ইব্রাহিম রাফি। পুরো বিভাগে তার বর্তমান অবস্থান চতুর্থ। সর্বশেষ

সেমিস্টারে হয়েছেন প্রথম, পেয়েছেন সিজিপিএ ৪-এ ৪। ‘মেধাবী’ হলে ওঠার পর প্রথম সেমিস্টারেই এই ফল অর্জন করেছেন তিনি।

এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার একটি মেসে থাকতেন নওশাদ। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠল, মেসের সঙ্গে ‘মেধাবী’র পরিবেশের পার্থক্য কতটা? একটু ভেবে নওশাদ বললেন, ‘দিন ও রাতের মতো পার্থক্য’

পরিবারের সঙ্গে অভ্যস্ত একজন শিক্ষার্থীর জন্য মেস জীবনে মানিয়ে নেওয়া কঠিন বলেই মনে করেন এই শিক্ষার্থী। সবচেয়ে বেশি সমস্যা হতো খাবার নিয়ে। সকালে উঠে প্রায়ই দেখতেন, মেসের খালা আসেননি। খাওয়ায় অনিয়ম ছিল নিয়মিত ঘটনা। কষ্টের হাসি নিয়ে নওশাদের মন্তব্য, ‘মেসের খালাদের ডিল করা মন্ত্রীদে ডিল করার সমান। আবার নির্দিষ্ট দিনে বাজার করতে হতো। কে খাবে, কে খাবে না—খোঁজ নিতে হতো সেসবেরও।’

এখন সেই চিন্তা নেই। নামাযের পর সুন্দর নাশতা করে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারেন। আমাদের খাবার আসেনি, এরকম কোনো দিন হয়েছে বলে আমার মনে পড়ে না, যোগ করেন তিনি।

‘মেধাবী’র রিডিং রুম তার পছন্দের জায়গা। সেখানে দীর্ঘ সময় একটানা পড়তে পারেন। মেসের মতো আড্ডা

বা অন্য কারণে পড়ায় ব্যাধাত ঘটে না। একসময় নিজেকে স্বাধীনচেতা মনে করলেও এখন নিয়মতান্ত্রিক জীবনকে উপভোগ করেন নওশাদ। ভবিষ্যতে করপোরেট জগতে ক্যারিয়ার গড়তে চান। তার কাছে ‘মেধাবী’র নিয়মকানুন ভবিষ্যৎ জীবনের দারুণ প্রস্তুতি।



ঢাকায়ও আন্তরিকভাবে কেউ খোঁজ নেয়, এটাই ভালো লাগে

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মো. মানিক। সর্বশেষ প্রকাশিত ফলাফলে ৩.৮২ সিজিপিএ নিয়ে হয়েছেন দ্বিতীয়। ফলাফলের অপেক্ষায় থাকা এই শিক্ষার্থীর দৃঢ় প্রত্যয়—‘এবার প্রথম হব, ইনশাআল্লাহ।’

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর ক্যাম্পাসকেন্দ্রিক আড্ডায় অপচয় হতো অনেক সময়। রাতে দেরি করে মেসে ফেরা ছিল নিয়মিত। ঘুম ও পড়াশোনা—ক্ষতিগ্রস্ত হতো দুটিই।

‘মেধাবী’তে এসে বদলেছে সেই জীবন। সময়ের অপচয় কমেছে, পড়ার সময় বেড়েছে। তৈরি হয়েছে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অভ্যাস। কায়দা শেষ করে এখন কুরআনও পড়ছেন তিনি।

এই প্রসঙ্গ টেনে মানিক জানান, ‘গ্রামের মন্ডবে পাঁচ বছরেও কায়দা শেষ করতে পারিনি। অথচ ‘মেধাবী’তে আসার পর কয়েক মাসের মধ্যেই সেটা সম্ভব হয়েছে।’

মানিকের সবচেয়ে ভালো লাগে শিক্ষকদের আন্তরিকতা। বলেন, ‘ঢাকায় তো এরকম খোঁজ নেওয়ার কেউ নেই। স্যাররা নিয়মিত পাশে থেকে যখন ভালো—মন্দ জিজ্ঞাসা করে, খুব ভালো লাগে। পরিবারের মতোই মনে হয়।’

আবাসনের পাশাপাশি কম্পিউটার, ইংরেজি ও আইইএলটিএস কোর্সে নিয়মিত ছিলেন এই শিক্ষার্থী। তবে ভবিষ্যতে বিসিএস ক্যাডার হওয়ার লক্ষ্যে নিজেকে প্রস্তুত করছেন বলে জানান তিনি।

জীবনে এসেছে শৃঙ্খলা

বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে এসে সবাই স্বাধীনতা উপভোগ করতে চায়। কিন্তু সেই স্বাধীনতার সঙ্গে আসে অনিয়ম, দিগভ্রান্ত হওয়ার নানা সুযোগ। এমনটাই মনে করেন মাহমুদুল হাসান। তার মতে, জীবনে শৃঙ্খলা না থাকলে

তার সরাসরি প্রভাব পড়ে একাডেমিক ফলাফলে। অর্থনীতি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের এই শিক্ষার্থীর সিজিপিএ ৩.৮০।

একটা অভিজ্ঞতা শোনালেন এই তরুণ। মেসে থাকার সময় বড় ভাইয়েরা প্রায়ই এসে গল্প শুরু করতেন। ফলে ওই সময় আর কোনো পড়াশোনা হতো না। কষ্টের বিষয় হলো, পরীক্ষার সময়ও এমন ঘটনা ঘটত। শুধু তাই নয়, জবাবদিহি না থাকায় অনেকেই অভ্যস্ত হয় বেপরোয়া জীবনযাপনে। ‘এখানে সেটা সম্ভব নয়,’ জোর দিয়ে বলেন মাহমুদুল।

তার দৈনন্দিন জীবনে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছে নামাযে। আগে ফজরের নামায নিয়মিত আদায় করা হতো না। এখন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের অভ্যাস তৈরি হয়েছে।

সম্প্রতি চালু হওয়া বিসিএস কোর্সে যুক্ত হয়েছেন। অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক ও ক্যাডারদের ক্যারিয়ার বিষয়ক পরামর্শকে তার ক্যারিয়ারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখছেন তিনি।

প্রতিযোগিতার মাত্রা বুঝেছি

‘আগে ভাবতাম, আমিই বোধহয় সবার চেয়ে বেশি পড়ছি। কিন্তু হলে উঠে বুঝলাম, আমি একা নই, আমার মতো আরও অনেকেই কঠোর পরিশ্রম করছে।’ বলেন, মার্কেটিং বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মো. জাকির হোসেন। তার বর্তমান সিজিপিএ ৩.৯২।

অন্যদের পরিশ্রম কাছ থেকে দেখার এই অভিজ্ঞতা নিজের চেষ্টাও বাড়িয়েছে। পড়াশোনার জন্য রিডিং রুমের সুবিধাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন তিনি। নামাযের অভ্যাসেও এসেছে পরিবর্তন। আগে ফজরের নামায প্রায়ই বাদ যেত, দিনে দুই-তিন ওয়াক্ত আদায় করাও কঠিন ছিল। এখন আর নামায কায়া হয় না।

ভবিষ্যতে শিক্ষকতা করতে চান জাকির। ভালো ফলের



ভালো ফলাফলের ক্ষেত্রে আস-সুন্নাহ আমাকে
বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছে।

— মিজানুর রহমান

পাশাপাশি ইসলামিক জীবনযাপন—দুই দিক একসঙ্গে
ধরে এগিয়ে যাওয়াই তার লক্ষ্য।

ছাত্রাবাসের সবকিছুই ভালো ফলাফলে সহায়ক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষে পড়ছেন
মিজানুর রহমান। সর্বশেষ সেমিস্টারে সিজিপিএ ৪-এ ৪
পেয়ে নিজের বিভাগে হয়েছেন প্রথম।

মাদরাসার শিক্ষার্থী ছিলেন তিনি। পরিপূর্ণভাবে ইসলাম
মেনে চলার চেষ্টা করতেন ছোটবেলা থেকেই। জগন্নাথ
বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর এক মাস তাকে মেসে থাকতে
হয়েছিল। এই অল্প সময়ই তাকে উপলব্ধি করিয়েছে,
নিজের কাজিত রাস্তা থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন তিনি।

তাই নিজের দ্বীনি অবস্থান ধরে রাখারে উদ্দেশ্যেই ‘মেধাবী’
হলে আসার উদ্যোগ নেন তিনি। সেই লক্ষ্য তো পূরণ
হয়েছেই, একই সঙ্গে পড়াশোনার ক্ষেত্রেও তৈরি হয়েছে
বিশাল সুযোগ। মিজানুর বলেন, ‘ভালো ফলাফলের
ক্ষেত্রে আস-সুন্নাহ আমাকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছে।’

তার মতে, মেসের পরিবেশে খারাপ স্বপ্ন, মাদক কিংবা
অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি থাকে। ‘মেধাবী’র
পরিবেশে অন্তত সেই ঝুঁকিগুলো নেই।

আগে কম্পিউটার চালু করা ছাড়া তেমন কিছুই পারতেন
না। এখন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেলসহ মৌলিক
কাজ করতে পারেন। ইংরেজির ভয়ও অনেকটা
কেটেছে। আত্মবিশ্বাস নিয়েই বললেন, এখন বাংলায়
বাধ্যতামূলক না হলে নিজে থেকেই ইংরেজিতে
প্রেজেন্টেশন দেন।

তার কাছে এই পরিবর্তনগুলো একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত।
প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে ইংরেজি কোর্স তাকে এগিয়ে
রেখেছে, আইসিটি কোর্স সহজ করেছে পড়াশোনা ও
লেখালিখি। আর সুশৃঙ্খল জীবন বাড়িয়েছে মনোযোগ।

আগে মসজিদে গিয়ে নামায পড়তে অলসতা হতো।
এখন বিশেষ কারণ ছাড়া একা নামায পড়েন না।

শিক্ষকদের নানামুখি নজরদারিকেও ইতিবাচকভাবে
দেখেন তিনি। ‘সবসময় স্মরণে থাকে, আমাকে
জবাবদিহি করতে হবে।’ তার মতে, এই জবাবদিহিতাই
জীবনে ভারসাম্য আনতে সাহায্য করে।

শেষ কথা

মেধা ও পরিশ্রমকে কাজে লাগানোর সুযোগ তৈরি
হলে সাফল্যের পথও সহজ হয়। ‘মেধাবী প্রজেক্ট’ সেই
পরিবেশটিই তৈরি করতে চায়—যেখানে আবাসনের
পাশাপাশি পড়াশোনা, শৃঙ্খলা, দক্ষতা ও ব্যক্তিগত
উন্নতির সুযোগ রয়েছে। তাই ‘মেধাবী’র সাফল্য
শুধু ফলাফলে নয়; বরং শিক্ষার্থীদের বদলে যাওয়া
জীবনেও তার ছাপ রয়েছে।



মেধাবীতে যুক্ত হলো ‘বিসিএস প্রস্তুতি কোর্স’

শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় ভালো করার জন্য সম্ভাব্য সব সুযোগ নিশ্চিত করাই প্রধান লক্ষ্য। তবে দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি আত্মোন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধিতেও শুরু থেকেই ‘মেধাবী প্রজেক্ট’ কর্তৃপক্ষ হাতে নিয়েছে শিক্ষার্থীবান্ধব নানা উদ্যোগ। এই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন ‘বিসিএস প্রস্তুতি কোর্স’। গত ৪ আগস্ট থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে কোর্সটির কার্যক্রম।

আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন পরিচালিত এই ছাত্রাবাসের বিশ্ববিদ্যালয় পড়ার যেন স্নাতক উত্তীর্ণের আগেই সঠিকভাবে চাকরির প্রস্তুতি নিতে পারেন, সেটিই এই কোর্সের মূল লক্ষ্য। কোর্সে যুক্ত হলে শিক্ষার্থীরা বিসিএস পরীক্ষার সিলেবাস, প্রশ্নের ধরন, সময় ব্যবস্থাপনা এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতি সম্পর্কে ধারাবাহিক ও কার্যকর ধারণা লাভ করতে পারবেন।

প্রতি সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয় বিষয়ভিত্তিক তিনটি ক্লাস ও পরীক্ষা এবং একটি সাপ্তাহিক মূল্যায়ন পরীক্ষা। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অভ্যস্ত করা হয় নিয়মিত পড়াশোনায়। একই সঙ্গে যাচাই করা হয় তাদের প্রস্তুতির অগ্রগতি।

বর্তমানে প্রায় ৬৬৫ শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে আগ্রহ, যোগ্যতা ও বিসিএস প্রস্তুতির উপযোগিতা বিবেচনায় এ কোর্সে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে ২৫০ জনকে।

সীমিতসংখ্যক ছাত্রদের নিয়ে পরিচালনা করা হয় ক্লাসের কার্যক্রম। ফলে প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতি মনোযোগ ও সহযোগিতা নিশ্চিত করা সহজ হয়।

বর্তমানে নিয়মিত ক্লাস নিচ্ছেন দুজন স্থায়ী শিক্ষক। দুজনই বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত। ফলে তাদের নিজেদের বিসিএস প্রস্তুতির অভিজ্ঞতা, পরীক্ষার কৌশল ও অন্যান্য পরামর্শ শিক্ষার্থীদের জন্য হয়ে উঠেছে বাড়তি সহায়ক। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে দেশের স্বনামধন্য শিক্ষকদের মাধ্যমেও পরিচালিত হয় ক্লাস।

শিক্ষার্থীদের প্রায় শতভাগ উপস্থিতি এই কোর্সের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক। অন্যান্য প্রশিক্ষণমূলক কোর্সের তুলনায় বিসিএস ও সরকারি চাকরির প্রস্তুতিতে প্রবল আগ্রহও এতে স্পষ্ট হয়। এই চাহিদাকে বিবেচনায় রেখে পাঠ্যক্রম আরও সমৃদ্ধ করা, বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ শিক্ষক যুক্ত করা এবং মডেল টেস্ট ও মূল্যায়ন কার্যক্রম আরও ফলপ্রসূ করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। পরিকল্পনা রয়েছে বিসিএস ক্যাডারদের মাধ্যমে বিশেষ সেশন আয়োজনেরও। সং, নৈতিক ও ইসলামি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভবিষ্যতে দক্ষ সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে দেশ পরিচালনায় ভূমিকা রাখবে—কোর্সটির শিক্ষার্থীদের নিয়ে এমনটাই প্রত্যাশা কর্তৃপক্ষের।





বরিশাল বিভাগের ইমাম-খতীবদের নিয়ে ৫ দিনব্যাপী ইমাম প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মসজিদের মিম্বর থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে দাওয়াতের আলো ছড়িয়ে দেওয়ার প্রত্যয়ে সম্পন্ন হলো বরিশাল বিভাগের ইমাম ও খতীবদের নিয়ে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের ইমাম প্রশিক্ষণ কর্মশালা। দ্বীনি দাওয়াতকে যুগের চাহিদা অনুযায়ী ফলপ্রসূ করা এবং একটি আদর্শ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন সারা দেশের ইমামদের নিয়ে নিয়মিত এই কর্মশালার আয়োজন করে আসছে। এটি ছিল ৫ম পর্ব।

এবারের কর্মশালায় বরিশাল বিভাগের মোট ৯১৭ জন ইমাম ও খতীব অংশ নেওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন। সেখান থেকে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে ১০৩ জনকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। গত ৫ সেপ্টেম্বর শনিবার থেকে ৯ সেপ্টেম্বর বুধবার পর্যন্ত রাজধানী ঢাকার আফতাবনগরস্থ ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে এই আবাসিক প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়।

প্রশিক্ষণার্থীদের অভিব্যক্তি

৫ দিনব্যাপী এই কর্মশালা শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন। বরিশালের হিজলা থেকে আগত

মাওলানা আবদুল্লাহ জানান, ‘সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আমরা কীভাবে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারি, এই প্রশিক্ষণ থেকে সেই স্পষ্ট ধারণা পেয়েছি।’

ভোলার লালমোহন থেকে আগত শরীফ মুহাম্মদ জানান, ‘ইমাম ও নেতা হিসেবে সমাজে কাজ করার জন্য যেসব দক্ষতা দরকার, তা এখান থেকে অর্জন করতে পেরেছি।’

ভোলার চরফ্যাশন থেকে আগত আবুল কালাম জানান, ‘এখান থেকে যেসব বিষয়ে ধারণা পেয়েছি, সেগুলো এবার নিজ এলাকার মানুষের কল্যাণে কাজে লাগাতে চাই।’

বরিশালের গৌরনদী থেকে আগত এনামুল হাসান জানান, ‘সমসাময়িক নানা বিষয়ে অনেক নতুন জ্ঞান অর্জন হলো। এই অভিজ্ঞতা দ্বীনের খেদমতে বড় ভূমিকা রাখবো।’

সমাপনী বক্তব্যে শায়খ আহমাদুল্লাহ

সমাপনী দিনে অংশগ্রহণকারী ইমাম ও খতীবদের

উদ্দেশ্যে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান শায়খ আহমাদুল্লাহ। তিনি বলেন—

‘দাওয়াতের ময়দানে আমরা সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে চাই। আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন এ পথে আপনাদের সঠিক গাইড করতে প্রস্তুত। আমাদের মানসিকতা হতে হবে সুপ্রশস্ত—ভিন্ন মতের মানুষকে দূরে না ঠেলে, তাদের সঙ্গে নিয়েও কাজ করতে হবে।

আমরা যদি হৃদয়ের উদারতা না দেখাই, তবে কোণঠাসা হয়ে পড়তে হবে। সর্বদা মনে রাখবেন, আল্লাহর বিধান ও তার রাসুলের সুন্নাহর মধ্যেই সব কল্যাণ নিহিত, এর বাইরে কিছু নেই। আর পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন সঠিক সিদ্ধান্ত ও সংসাহস। ফাউন্ডেশন কেবল এই দেশ নয়, বরং গোটা দুনিয়াকে নিয়ে অনেক বড় স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।’

শেখানো হলো যে সব বিষয়

আধুনিক যুগের প্রেক্ষাপটে একজন ইমামকে দক্ষ ও যুগোপযোগী করে তুলতে এই কর্মশালায় ১০টি মূল বিষয়ে সেশন পরিচালনা করা হয় :

- ইসলামী চিন্তাধারা ও সমকালীন বিভিন্ন মতবাদের পরিচয়
- সায়েন্টিজম, সংশয়বাদ ও নাস্তিক্যবাদ মোকাবিলার বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশল
- মসজিদ কেন্দ্রিক প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি ও টাইম ম্যানেজমেন্ট
- পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট, লিডারশিপ ও ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স
- ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন, দাওয়াহ ও মনস্তত্ত্ব
- মডার্ন টুলস ও ফ্যাক্ট চেকিংয়ের ব্যবহার
- এলজিবিটিকিউ ও জেন্ডার ফিতনার ভয়াবহতা রোধ
- খ্রিস্টান মিশনারি ও কাদিয়ানীদের অপতৎপরতা মোকাবিলা
- ইমামদের আত্মনির্ভরশীলতায় বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা
- আধুনিক প্যারেন্টিং, দৈনন্দিন শরীরচর্চা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা



অন্তর নেক ও পরিচ্ছন্ন হলে তার খুশবু ছড়াবেই: শায়খ আহমাদুল্লাহ

আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের দাওয়াতি উদ্যোগ ‘দাওয়াতুস সুন্নাহ’-এর আয়োজনে গত ২৪ সেপ্টেম্বর ‘সাপ্তাহিক হালাকা ও তারবিয়াহ ক্যাম্পিং’-এ বক্তব্য রাখেন শায়খ আহমাদুল্লাহ। সেই বক্তৃতার নির্বাচিত অংশ রইল এখানে।

আল্লাহ তাআলা যেমন প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব ধরনের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, ঠিক একইভাবে প্রকাশ্য আমলের পাশাপাশি অপ্রকাশ্য নেক আমলের প্রতিও গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে বর্তমান সময়ে প্রকাশ্য নেক আমল ও প্রকাশ্য গুনাহ নিয়ে চিন্তা থাকলেও অপ্রকাশ্য আমল ও অন্তরের গুনাহ নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা ততটা অনুভব করি না। বরং এ বিষয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা কমে গেছে বা নেই বললে চলে। এজন্য নিজেদের মধ্যে উপলব্ধি জাগে না।

কিয়ামতের দিন মানুষের কোনো সম্পদ বা সন্তান কোনো কাজে আসবে না। তবে কেউ যদি একটি সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, রোগমুক্ত, গুনাহমুক্ত বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে হাজির হয়, তবে এই অন্তর তার কাজে আসবে।

একটা হাদীস আমরা বারবার শুনেছি—নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেছেন, ‘মানুষের শরীরের মধ্যে একটি গোশতের টুকরা বা অংশ আছে। যখন সেটা সংশোধিত হয়ে যায়, তখন পুরো শরীর সংশোধিত হয়ে যায়। আর মানুষের সেই গোশতের অংশ যদি নষ্ট হয়ে যায়, পুরো শরীর নষ্ট হয়ে যায়। আর সেটা হলো মানুষের অন্তর।’

তাই একজন ঈমানদারের কাছে অন্তরের আমলসমূহের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। একইসাথে অন্তর দ্বারা সৃষ্ট গুনাহ থেকে বাঁচার চেষ্টাও থাকে সবচেয়ে বেশি। অন্তরের মধ্যে যদি নাপাকি থাকে, নাফরমানির উপাদান থাকে; বাহির থেকে প্রলেপ দিয়ে, সুন্দর লেবাস দিয়ে ঘষামাজা করে সুন্দর করলেও দিনশেষে ভেতরটাই মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, প্রকাশিত হয়। সেজন্য নবী কারীম (সা.) মানুষকে যে দ্বীন শিখিয়েছেন, সেখানে অন্তরের ওপর মেহনতের বিষয়টি ছিল। সাহাবীদের মাঝেও আমরা এটি দেখেছি।

আমরা সাধারণত নফল নামায, রোযা, তাসবীহ,



■ শায়খ আহমাদুল্লাহ

তिलाওয়াত ইত্যাদি প্রকাশ্য আমলের মাধ্যমে মানুষের নেককাজ পরিমাপ করি। কিন্তু মানুষের অন্তরের অবস্থা আমরা জানি না। তাই এসব দিয়েই সুধারণা তৈরি হয়। তবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অন্তরের অবস্থার গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশি।

আমরা অনেকেই এই হাদীসটি শুনেছি—এক সাহাবীকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরপর তিন দিন জালাতি বলে উল্লেখ করেছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) তিন দিনই দরবারে উপস্থিত ছিলেন। জালাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ওই সাহাবীর আমল পর্যবেক্ষণ করতে তিনি তার বাসায় মেহমান হলেন। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ করেও উল্লেখ করার মতো বিশেষ কোনো আমল দেখতে পেলেন না। পরে সরাসরি জিজ্ঞাসা করতে ভেবেচিন্তে এক পর্যায়ে ওই আগন্তুক সাহাবী নিজেই জানান—আমার অন্তরে কোনো মুসলমানের প্রতি কোনো প্রকার হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা নেই; কারও কোনো ক্ষতি আমি চাই না, সবার কল্যাণ কামনা করি। সবার প্রতি আমার ইতিবাচক চিন্তা থাকে। কাউকে আল্লাহ তাআলা কোনো নিয়ামত দিলে

আমি তার প্রতি হিংসা অনুভব করি না।

তখন আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) বলেন, এই গুণই তোমাকে সেই মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছে।

জান্নাতি মানুষের যে বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার, তা হলো তার অন্তরটা থাকবে পরিচ্ছন্ন। তবে হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা, ষড়যন্ত্র, চাতুর্য, নিফাকি, অহংকার ও দুনিয়ার মোহ নেই—এরকম মানুষ পাওয়া বড় কঠিন হয়ে গেছে। তাই সবচেয়ে মেহনত করা উচিত অন্তরের ওপর।

দুখপোষ্য শিশুর কোনো শত্রু থাকে না। সে যদি লাথিও দেয়, কেউ কিছু মনে করে না। কারণ সবাই জানে, ওই শিশুর অন্তর সাফ। হিংসা-বিদ্বেষ নেই। অপরদিকে কেউ যদি সারাক্ষণ হেসে কথা বলে, কিন্তু অন্তরে খারাপ কিছু থাকে, এক সময় বিভিন্ন আলামত দ্বারা অপর পক্ষের কাছে তা ধরা পড়ে। তাই কারও মধ্যে যদি গুনাহ, অহংকার, অপবিত্রতা, নোংরামি না থাকে, তাহলে ওই মানুষ ছোট শিশুর মতো করে শুধু আল্লাহর কাছে নয়, তার বান্দাদের কাছেও প্রিয় হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘তুমি দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি অবলম্বন করো। তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। মানুষের নিকট যা আছে, তুমি তার প্রতি অনাসক্ত হয়ে যাও, তাহলে তারাও তোমাকে ভালোবাসবে।’ অর্থাৎ আল্লাহ ও মানুষের কাছে প্রিয় হতে সবার আকাঙ্ক্ষিত জিনিসগুলো ছেড়ে দিতে হবে। সবাই পদ-পদবী, সম্পদ চায়। আপনি পেলে খুশি হবেন, না হলে নাই।

নিজের অন্তরের হালত নিজেকেই পর্যবেক্ষণ করতে হবে। সেটা ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করেই আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। নাহলে কিয়ামতের দিন বিপদে পড়তে হবে। তাকওয়া মানুষের ভেতরের চেতনার নাম। অতএব ভেতরে যদি তাকওয়া ধারণ করা যায়, বাহিরে তার প্রতিফলন হবে। আমাদের সবার চূড়ান্ত লক্ষ্য জান্নাতে যাওয়া। জান্নাতি মানুষেরা সরল ও পরিচ্ছন্ন মনের হবে। অন্তরে কোনো বামেলা থাকবে না।

আমরা যদি ভেতর থেকে নেক হয়ে যাই, তাহলে তার খুশবু, তার সুগন্ধি ছড়াবেই। এর প্রভাব আমাদের কথা, চিন্তা ও আচরণে প্রকাশ পাবেই। তাই প্রত্যেকের নিজের অন্তরের দিকে তাকানো দরকার। প্রতিদিন নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে—আমার অন্তরে কারও প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ বা অহংকার আছে কি না, নিজেকে অন্যের চেয়ে বড় মনে করছি কি না। এসব থাকলে দূর করার চেষ্টা করতে হবে। মানুষের সামনে একটি রূপ আর মানুষের

অনুপস্থিতিতে আরেকটি রূপ—এটা অন্তরের অসুস্থতার লক্ষণ।

অনেকে অফিসের সিনিয়র বা শিক্ষক বা বড় ভাইয়ের সামনে গিয়ে কাচুমাচু করে বিনয়ের নাটক করে। এটা ঠিক না। বিনয় আসতে হবে অন্তর থেকে।

নবী করীম (সা.), সাহাবায়ে কেরাম (রা.), সালাফদের অন্তরের প্রতি অনেক মনোযোগ ছিল। এজন্য আমাদেরও প্রতিদিন কিছু সময় রাখা উচিত। নিয়মিত আত্মসমালোচনার পাশাপাশি দুআ করতে হবে। আল্লাহর কাছে চাইতে হবে—আমি একটি সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, পবিত্র অন্তর চাই। আমার অন্তরে তাকওয়া দিন।

এরকম তাকওয়াবান মানুষ পেলে তার সোহবত (সান্নিধ্য) নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এই হালাকায় আসার নিয়তেও এই বিষয়টা রাখা যেতে পারে। এছাড়া দীন শেখার ব্যাপারে ধারাবাহিকতা রাখতে হবে। প্রতিদিন একটু একটু করে নিজেদের ইলম বাড়ানোর চেষ্টা করা জরুরি। পড়াশোনা শেষ হয়ে গেছে—এমন ধারণা রাখা যাবে না। বরং মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করতে হবে।

দাওয়াতুস সুন্নাহ থেকে কয়েকটি বিষয়ে আমরা ক্যাম্পিং করি। এর মধ্যে সাতটি গুণ আমরা প্রচার ও প্রসার করার চেষ্টা করছি। এগুলো হলো—

১. প্রতিদিন একটু হলেও ইলম অর্জনের চেষ্টা করি।

২. সময় নিয়ে, প্রশান্তচিত্তে, ধীরস্থিরতার সাথে সালাত আদায় করি।

৩. কুরআনকে ভালোবাসি এবং কুরআনের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলি।

৪. সবার সাথে হাসিমুখে এবং আন্তরিকতার সাথে কথা বলি।

৫. সর্বদা মানুষের উপকার এবং সেবার মানসিকতা ধারণ করি।

৬. নিয়মিত ব্যায়াম করি ও নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিই।

৭. প্রতিদিন পরিবারকে একান্ত সময় দিই।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে সংশোধিত পরিচ্ছন্ন অন্তর পাওয়া ও এই সিফাতগুলো অর্জনের তাওফীক নসীব করুন। সুন্দর আখলাকের অধিকারী করে দিন। দুনিয়া থেকে জান্নাতি হয়ে যাওয়ার তাওফীক দিন।



১০ দিনব্যাপী মুয়াযযিন প্রশিক্ষণ

মসজিদের মিনার থেকে ভেসে আসা আযানের সুর মুমিনের হৃদয়ে এক অলৌকিক প্রশান্তি ছড়িয়ে দেয়। এই আযান কেবল সালাতের আহ্বানই নয়, এটি তাওহীদ ও ইসলামের এক অনুপম সৌন্দর্যময় ঘোষণা। মিনারের এই আহ্বানকে আরও সুনিপুণ, বিশুদ্ধ, শ্রুতিমধুর ও ভাবগম্ভীর করে তুলতে আস-সুন্নাহ দাওয়াহ অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট আয়োজন করেছিল ১০ দিনব্যাপী ‘মুয়াযযিন প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম’।

এটি ছিল এই ধারাবাহিক সিরিজের দ্বিতীয় পর্ব। এতে ঢাকা, ভোলা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও চাঁদপুরসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ৩৮৩ জন আত্মী প্রার্থী আবেদন করেন। সেখান থেকে প্রাথমিক বাছাই, ভাইভা ও সার্বিক মূল্যায়নের মাধ্যমে ২৮ জনকে চূড়ান্ত প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন করা হয়।

অতিথি শিক্ষকের আলোচনা

প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের প্রথম দিনে অতিথি শিক্ষক হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন প্রখ্যাত আলেম, লেখক ও সাংবাদিক মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ। তিনি মুয়াযযিনদের উদ্দেশ্যে অনুপ্রেরণাদায়ী ও দিকনির্দেশনামূলক আলোচনা পেশ করেন। তার আলোচনার মূল থিম ছিল—একজন আদর্শ মুয়াযযিনের দ্বীনি ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য। তিনি বলেন, ‘মুয়াযযিনের দায়িত্ব কেবল

মাইকে আযান দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ও বহুমাত্রিক এক খেদমত।’

তিনি একজন মুয়াযযিনের গুণাবলিকে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেন—

১. দ্বীনি যোগ্যতা : দ্বীনি যোগ্যতার প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো, তাজবীদের সাথে সহীহ-শুদ্ধ ও আকর্ষণীয়ভাবে আযান দেওয়া; কারণ আযানই মুয়াযযিনের মূল পরিচয়। দ্বিতীয়ত, ঘড়ির কাঁটার মতো নির্ভুল সময়ানুবর্তিতা বজায় রাখা, কেননা পুরো মহল্লা ও সমাজের দৈনন্দিন রুটিন এই আযানের সময়সূচির সাথে সম্পৃক্ত থাকে। এর পাশাপাশি ওযু, তাহারাত ও নামাযের জরুরি প্রাথমিক মাসআলাগুলো মুয়াযযিন সাহেবের নখদর্পণে থাকতে হবে। এছাড়া অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে ইমাম সাহেবের অনুপস্থিতিতে সহকারী ইমাম হিসেবে সালাত পড়ানোর মতো প্রয়োজনীয় তিলাওয়াত ও যোগ্যতা অর্জনেও সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন।

২. সামাজিক যোগ্যতা : মুয়াযযিনের সামাজিক যোগ্যতার বিষয়গুলো বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, মসজিদের দায়িত্বশীলদের মধ্যে সাধারণ মুসল্লি ও এলাকাবাসীর সাথে সবচেয়ে বেশি ওঠাবসা হয় মুয়াযযিনের। তাই তার মধ্যে হাসিমুখ, নম্রতা এবং সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ থাকা খুবই জরুরি, যাতে নতুন বা অনিয়মিত মুসল্লিরাও মসজিদে এসে স্বস্তি পান।



তবে এর পাশাপাশি মুয়াযযিনকে নিজের আত্মমর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব বজায় রেখে চলতে হবে, যাতে সমাজে তার ভাবমূর্তি কখনো ক্ষুণ্ণ না হয়। পাড়া-মহল্লায় চলাফেরার সময় তার মধ্যে থাকবে একটি দাওয়াতী মেজাজ; মানুষের খোঁজখবর নেওয়া, মসজিদে আসার উৎসাহ দেওয়া এবং শিশুদের ও সাধারণ মানুষদের অল্প সময়ে সুন্দর পরিকল্পনার মাধ্যমে কুরআন তিলাওয়াত ও মাসনূন দু'আ শিক্ষা দেওয়া।

ইসলামের ইতিহাসের প্রথম মুয়াযযিন বিলাল (রাযি.)—এর মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, ‘আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের কাছে মুয়াযযিনের মর্যাদা ছিল অত্যন্ত উচুস্তরে। তাই এই পদের সম্মান ধরে রেখে নির্ভার সাথে দায়িত্ব পালন করা উচিত।’

অংশগ্রহণকারীদের অনুভূতি

প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীরা অত্যন্ত আবেগপ্লুত ও উৎফুল্ল কণ্ঠে তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন।

চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থেকে আসা মুহাম্মদ হাসনাইন নিজের অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, ‘আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন যে এমন একটা জরুরি প্রশিক্ষণ ফ্রিতে করাচ্ছে, এটা অত্যন্ত চমৎকার উদ্যোগ। এমনটা সচরাচর দেখা যায় না। এখান থেকে অনেক কিছুই শিখেছি। এতে সমাজের জন্য অনেক কল্যাণকর কাজ করতে পারব।’

দিনাজপুর থেকে আসা শরিফুল ইসলাম বলেন, ‘কীভাবে ভালো ও দক্ষ একজন মুয়াযযিন হওয়া যায়, এখান থেকে সেটা পেয়েছি।’

নেত্রকোণা জেলার কেন্দুয়া থেকে আগত আরাফাত হুসাইন বলেন, ‘এই প্রশিক্ষণে নিজেকে ডেভেলপ করার সর্বোচ্চটা পেয়েছি।’

সমাপনী অনুষ্ঠান

প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে দাওয়াহ ইনস্টিটিউটের সহকারী পরিচালক খালিদ মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, ‘মসজিদ থেকে যেন কণ্ঠস্বর বদলে যায়, সেটার জন্যই আমাদের এই আয়োজন। আপনারা নিজেকে শুধু আযানের দায়িত্বশীল মনে করবেন না; সমাজেরও দায়িত্বশীল মনে করবেন।’

যেসব বিষয় শেখানো হলো

১০ দিনের এই নিবিড় প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া মুয়াযযিনদের সার্বিক দক্ষতা উন্নয়নে নানা বিষয়ে তালিম দেওয়া হয়:

- আযান ও ইকামাতের প্রতিটি শব্দের নিখুঁত এবং বিস্তৃত উচ্চারণ।
- আযান ও ইকামাত সংশ্লিষ্ট মাসআলা-মাসায়েল।
- পবিত্র মদীনা ও মিশরীয় ঐতিহ্যবাহী আযানের সুরের নিবিড় অনুশীলন।
- কণ্ঠের বিশেষ যত্ন, দীর্ঘ শ্বাস নিয়ন্ত্রণ এবং কণ্ঠের স্কেল ঠিক রাখার ব্যায়াম।
- তারবিয়াহ ও পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট।
- কমিউনিকেশন ও নেগোসিয়েশন স্কিল।
- সাউন্ড সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট।
- আদর্শ মুয়াযযিনের বৈশিষ্ট্য।
- রুকইয়াহ সেশন।
- প্যারেন্টিং।

স্বাবলম্বীকরণ প্রকল্প ২০২৬-এর অবশিষ্ট তালিকা



তথ্য

নাম	মো. শহিদুল ইসলাম
উপকরণ	মৌসুমি ফল
মোবাইল	017*****664
ঠিকানা	নশরতপুর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর



তথ্য

নাম	মো. সিরাজুল ইসলাম
উপকরণ	ভুট্টার ব্যবসা
মোবাইল	017*****772
ঠিকানা	নশরতপুর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর



তথ্য

নাম	শাহায়েদুল ইসলাম
উপকরণ	ভেড়া
মোবাইল	013*****167
ঠিকানা	দক্ষিণ বাসুদেবপুর, পৌরসভা, হাকিমপুর, দিনাজপুর



তথ্য

নাম	খোকন
উপকরণ	কাঁচা মসলা
মোবাইল	013*****393
ঠিকানা	দক্ষিণ বাসুদেবপুর, পৌরসভা, হাকিমপুর, দিনাজপুর



তথ্য

নাম	আলহাজ
উপকরণ	ভ্যান ক্রয় ও ভান্ডারি মালামাল ক্রয়
মোবাইল	013*****393
ঠিকানা	দক্ষিণ বাসুদেবপুর, পৌরসভা, হাকিমপুর, দিনাজপুর



তথ্য

নাম	ইয়ারুল মালিতা
উপকরণ	গরু
মোবাইল	019*****986
ঠিকানা	দক্ষিণ বাসুদেবপুর, পৌরসভা, হাকিমপুর, দিনাজপুর



তথ্য

নাম	বিশাল আহমেদ
উপকরণ	আতরের ব্যবসা
মোবাইল	019*****039
ঠিকানা	মধ্যবাসুদেবপুর, পৌরসভা, হাকিমপুর, দিনাজপুর



তথ্য

নাম	আব্দুল মতিন
উপকরণ	গরু
মোবাইল	019*****772
ঠিকানা	দক্ষিণ বাসুদেবপুর, পৌরসভা, হাকিমপুর, দিনাজপুর



তথ্য

নাম	মনিরুল মালিতা
উপকরণ	গরু
মোবাইল	019*****084
ঠিকানা	মধ্যবাসুদেবপুর, পৌরসভা, হাকিমপুর, দিনাজপুর



তথ্য	
নাম	আব্দুল গফুর
উপকরণ	রসুন
মোবাইল	017*****001
ঠিকানা	দক্ষিণ বাসুদেবপুর, পৌরসভা, হাকিমপুর, দিনাজপুর



তথ্য	
নাম	মো. শাকিল আহমেদ
উপকরণ	গরু
মোবাইল	019*****288
ঠিকানা	দক্ষিণ বাসুদেবপুর, পৌরসভা, হাকিমপুর, দিনাজপুর



তথ্য	
নাম	সেকেন্দার শেখ
উপকরণ	গরু
মোবাইল	014*****079
ঠিকানা	দক্ষিণ বাসুদেবপুর, পৌরসভা, হাকিমপুর, দিনাজপুর



তথ্য	
নাম	মো. ফজলে রহমান
উপকরণ	গরু, ভান ও সবজি ব্যবসা
মোবাইল	017*****242
ঠিকানা	রাজারামপুর মসোপাড়া, শিবনগর, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর



তথ্য	
নাম	মো. মতিয়ার রহমান
উপকরণ	চটপাটি ও ফুচকা
মোবাইল	019*****305
ঠিকানা	রাজারামপুর মসোপাড়া, শিবনগর, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর



তথ্য	
নাম	মেহেরাজ আলী
উপকরণ	ভান
মোবাইল	013*****014
ঠিকানা	রাজারামপুর মসোপাড়া, শিবনগর, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর



তথ্য	
নাম	মো: সাদেকুল
উপকরণ	অটো ভান
মোবাইল	017*****198
ঠিকানা	গঙ্গা প্রসাদ, শিবনগর, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর



তথ্য	
নাম	মো. জাহাঙ্গীর আলম
উপকরণ	ভান ও সবজি ব্যবসা
মোবাইল	017*****177
ঠিকানা	রাজারামপুর মসোপাড়া, শিবনগর, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর



তথ্য	
নাম	মো. মাহমুদুল আলম
উপকরণ	কাপড় ব্যবসা
মোবাইল	017*****850
ঠিকানা	রাজারামপুর মসোপাড়া, শিবনগর, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর



স্বাবলম্বী নম্বর : ৫৫৭৩

তথ্য

নাম	মো. নূর হোসেন
উপকরণ	সাইকেল ও শুটকি ব্যবসা
মোবাইল	017*****715
ঠিকানা	রাজারামপুর মসোপাড়া, শিবনগর, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর



স্বাবলম্বী নম্বর : ৫৫৭৪

তথ্য

নাম	মো: ওমর আলী
উপকরণ	গরু ও মাছের ব্যবসা
মোবাইল	017*****257
ঠিকানা	রাজারামপুর মসোপাড়া, শিবনগর, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর



স্বাবলম্বী নম্বর : ৫৫৭৫

তথ্য

নাম	নাজনু বেগম
উপকরণ	গরু
মোবাইল	017*****518
ঠিকানা	দক্ষিণ বাসুদেবপুর, পৌরসভা, হাকিমপুর, দিনাজপুর



স্বাবলম্বী নম্বর : ৫৫৭৬

তথ্য

নাম	মনোয়ারা বেগম
উপকরণ	গরু ও ছাগল
মোবাইল	019*****279
ঠিকানা	রাজারামপুর মসোপাড়া, শিবনগর, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর



স্বাবলম্বী নম্বর : ৫৫৭৭

তথ্য

নাম	মো. লাবু
উপকরণ	ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য
মোবাইল	017*****418
ঠিকানা	মুন্সিপাড়া, বলকামোর, পৌরসভা, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর



স্বাবলম্বী নম্বর : ৫৫৭৮

তথ্য

নাম	মো. রফিক
উপকরণ	রিক্সা
মোবাইল	018*****575
ঠিকানা	সুজলপুর বলকামোড়, পৌরসভা, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর



স্বাবলম্বী নম্বর : ৫৫৭৯

তথ্য

নাম	মনোয়ারা বেগম
উপকরণ	গরু ও ছাগল
মোবাইল	017*****861
ঠিকানা	সুজলপুর বলকামোড়, পৌরসভা, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর



স্বাবলম্বী নম্বর : ৫৫৮০

তথ্য

নাম	কুলসুম
উপকরণ	গরু
মোবাইল	013*****414
ঠিকানা	জগদল, পৌরসভা, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর



স্বাবলম্বী নম্বর : ৫৫৮১

তথ্য

নাম	রাসেল
উপকরণ	ভান
মোবাইল	017*****488
ঠিকানা	মকরাই, পৌরসভা, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর



তথ্য

নাম	হাবিবুর রহমান
উপকরণ	রিক্সা
মোবাইল	017*****199
ঠিকানা	সুজলপুর, বলকামোড়, পৌরসভা, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর



তথ্য

নাম	মো. ছমির আলী
উপকরণ	ছাগল
মোবাইল	017*****301
ঠিকানা	গোয়ালডিহি, গোয়ালডিহি, খানসামা, দিনাজপুর



তথ্য

নাম	মো. জাহাঙ্গীর আলম
উপকরণ	ভ্যান
মোবাইল	017*****221
ঠিকানা	গোয়ালডিহি, গোয়ালডিহি, খানসামা, দিনাজপুর



তথ্য

নাম	মো. ইয়াকুব
উপকরণ	মুদির দোকানের মালামাল ও ছাগল
মোবাইল	017*****428
ঠিকানা	গোয়ালডিহি, গোয়ালডিহি, খানসামা, দিনাজপুর



তথ্য

নাম	আরজু আরা
উপকরণ	গরু
মোবাইল	017*****858
ঠিকানা	গোয়ালডিহি, গোয়ালডিহি, খানসামা, দিনাজপুর



তথ্য

নাম	মো. জাকারিয়া হোসেন
উপকরণ	কাঁচামাল
মোবাইল	017*****244
ঠিকানা	গোয়ালডিহি, গোয়ালডিহি, খানসামা, দিনাজপুর



তথ্য

নাম	মহসিন আলী
উপকরণ	মুদি দোকানের মালামাল
মোবাইল	017*****357
ঠিকানা	গোয়ালডিহি, গোয়ালডিহি, খানসামা, দিনাজপুর



তথ্য

নাম	আমিনা বেগম
উপকরণ	গরু
মোবাইল	017*****994
ঠিকানা	গোয়ালডিহি, গোয়ালডিহি, খানসামা, দিনাজপুর



তথ্য

নাম	তাহের আলী
উপকরণ	গরু
মোবাইল	017*****004
ঠিকানা	গোয়ালডিহি, গোয়ালডিহি, খানসামা, দিনাজপুর



তথ্য

নাম	মো. রবানী
উপকরণ	ছাগল
মোবাইল	017*****955
ঠিকানা	গোয়ালডিহি, গোয়ালডিহি, খানসামা, দিনাজপুর



তথ্য

নাম	মো. আশরাফুল হক
উপকরণ	ভ্যান
মোবাইল	017*****458
ঠিকানা	শালখুরিয়া, শালখুরিয়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর



তথ্য

নাম	মো. মাহের আলী
উপকরণ	ভাজাপোড়া বিক্রি
মোবাইল	017*****765
ঠিকানা	কেন্দুয়া মালিপাড়া, গোলাপগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর



তথ্য

নাম	মো. আলমগীর
উপকরণ	গরু ও মুরগির ফার্ম
মোবাইল	017*****953
ঠিকানা	কেন্দুয়া মালিপাড়া, গোলাপগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর



তথ্য

নাম	মো. ইনসান আলী
উপকরণ	গরু মুরগির ফার্ম
মোবাইল	017*****351
ঠিকানা	গোলাপগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর



তথ্য

নাম	ফাতেমাতুন ইমু
উপকরণ	গরু
মোবাইল	013*****150
ঠিকানা	হেলেধা, ভাদুরিয়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর



তথ্য

নাম	মো. হামিদুল ইসলাম
উপকরণ	ভ্যান ও বিস্কুট সামগ্রী
মোবাইল	019*****861
ঠিকানা	গোলবাড়ি, ভাদুরিয়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর



তথ্য

নাম	রায়হান কবির
উপকরণ	ভ্যান
মোবাইল	013*****745
ঠিকানা	গোলবাড়ি, ভাদুরিয়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর



তথ্য

নাম	মো. রবিউল ইসলাম
উপকরণ	ছাগল
মোবাইল	017*****865
ঠিকানা	গোলবাড়ি, ভাদুরিয়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর

বন্যা পুনর্বাসন প্রকল্প ২০২৪ -এর ঘরের অবশিষ্ট তালিকা



ঘর নং : ১৭০১
মোট খরচ : ১,৫৯,০৮৬ টাকা
নাম : মো. সাদ্দাম
পেশা : অটোচালক
মোবাইল : ০১৭****২৫২
ঠিকানা : শেখপাড়া, মর্গেয়া,
গংগাচড়া, রংপুর



ঘর নং : ১৭০২
মোট খরচ : ১,৫৯,০৮৬ টাকা
নাম : মো. রফিকুল ইসলাম
পেশা : হকারী
মোবাইল : ০১৭****১৪১
ঠিকানা : নিলাড়পাড়া, মর্গেয়া,
গংগাচড়া, রংপুর



ঘর নং : ১৭০৩
মোট খরচ : ১,৫৯,০৮৬ টাকা
নাম : মো. আবু তালেব
পেশা : দিনমজুর
মোবাইল : ০১৭****২৯৮
ঠিকানা : নিলাড়পাড়া, মর্গেয়া,
গংগাচড়া, রংপুর



ঘর নং : ১৭০৪
মোট খরচ : ১,৫৯,০৮৬ টাকা
নাম : মো. ফাহাদুল ইসলাম
পেশা : শ্রমিক
মোবাইল : ০১৭****৯৫০
ঠিকানা : নিলাড়পাড়া, মর্গেয়া,
গংগাচড়া, রংপুর



ঘর নং : ১৭০৫
মোট খরচ : ১,৫২,৫৭৯
নাম : ১,৫৯,০৮৬ টাকা
পেশা : দিনমজুর
মোবাইল : ০১৭****৭০৫
ঠিকানা : আলাল চর, মর্গেয়া,
গংগাচড়া, রংপুর



ঘর নং : ১৭০৬
মোট খরচ : ১,৫৯,০৮৬ টাকা
নাম : মো. মমিনুর ইসলাম
পেশা : দিনমজুর
মোবাইল : ০১৩****৪৭৩
ঠিকানা : তালেব মিয়া টারী,
মর্গেয়া, গংগাচড়া, রংপুর



ঘর নং : ১৭০৭
মোট খরচ : ১,৫৯,০৮৬ টাকা
নাম : মোছা. তারমিনা
পেশা : গৃহিণী
মোবাইল : ০১৭****৩৬৭
ঠিকানা : আলালচর, মর্গেয়া,
গংগাচড়া, রংপুর



ঘর নং : ১৭০৮
মোট খরচ : ১,৫৮,৫৮৬ টাকা
নাম : মোঃ এরশাদ আলী
পেশা : ক্ষুদ্র মৎস ব্যবসায়ী
মোবাইল : ০১৭****০২৭
ঠিকানা : পূর্ব রমাকান্ত, গজঘন্টা,
গংগাচড়া, রংপুর



ঘর নং : ১৭০৯
মোট খরচ : ১,৫৯,০৮৬ টাকা
নাম : মো. আবিষ্কার
পেশা : দিনমজুর
মোবাইল : ০১৩****৪২৮
ঠিকানা : সয়রাবাড়ি, আলমবিদিতর,
গংগাচড়া, রংপুর



ঘর নং : ১৭১০
মোট খরচ : ১,৫৯,০৮৬ টাকা
নাম : মোছা. সুবর্ণা বেগম
পেশা : গৃহকর্মী
মোবাইল : ০১৩****৯৪৮
ঠিকানা : ফুলবাড়ি চওড়া,
আলমবিদিতর, গংগাচড়া



ঘর নং : ১৭১১
মোট খরচ : ১,৫৭,৫৮৬ টাকা
নাম : মো. শাহিন আলম
পেশা : দিনমজুর
মোবাইল : ০১৩****৫৪৮
ঠিকানা : মৌলভীবাজার, বালাপাড়া
কাউনিয়া, রংপুর



ঘর নং : ১৭১২
মোট খরচ : ১,৫৯,০৮৬ টাকা
নাম : নাজমুল মিয়া
পেশা : হকারী
মোবাইল : ০১৭****৪৫৯
ঠিকানা : মায়া বাজার চর, হারাগাছ
পৌরসভা, কাউনিয়া



ঘর নং : ১৭১৩
মোট খরচ : ১,৫৯,০৮৬ টাকা
নাম : জোহরা বেগম
পেশা : হকারী (ছেলে)
মোবাইল : ০১৮****৭০৭
ঠিকানা : ধুমগাড়া, হারাগাছ,
পৌরসভা, কাউনিয়া



ঘর নং : ১৭১৪
মোট খরচ : ১,৫৭,৫৮৬ টাকা
নাম : মর্জিনা বেগম
পেশা : গৃহিনী
মোবাইল : ০১৭****৪৭০
ঠিকানা : সীট নজিরদহ, ২ নং
হারাগাছ, কাউনিয়া



ঘর নং : ১৭১৫
মোট খরচ : ১,৫৮,৫০৬ টাকা
নাম : মো. হোসেন আলী
পেশা : বাদাম বিক্রতা
মোবাইল : ০১৭****৬৭৩
ঠিকানা : ধুমগাড়া, ২ নং হারাগাছ
কাউনিয়া, রংপুর



ঘর নং : ১৭১৬
মোট খরচ : ১,৫৯,০০৬ টাকা
নাম : মোছা. শারমিন আক্তার
পেশা : গৃহিনী
মোবাইল : ০১৪****০৮৬
ঠিকানা : শাহাবাজ বালাপাড়া,
কাউনিয়া, রংপুর



ঘর নং : ১৭১৭
মোট খরচ : ১,৫৯,০০৬ টাকা
নাম : মো. নবিজুদ্দিন
পেশা : ভাস্করী ব্যবসা
মোবাইল : ০১৩****৭৪৩
ঠিকানা : হরিশ্বর, বালাপাড়া,
কাউনিয়া, রংপুর



ঘর নং : ১৭১৮
মোট খরচ : ১,৫৯,৩৫৬ টাকা
নাম : মো. মাসুম
পেশা : হকার
মোবাইল : ০১৯****৭৭৭
ঠিকানা : হরিশ্বর, বালাপাড়া,
কাউনিয়া, রংপুর



ঘর নং : ১৭১৯
মোট খরচ : ১,৫৯,৩৫৬ টাকা
নাম : মোঃ মোফাজ্জল হোসেন
পেশা : দিনমজুর
মোবাইল : ০১৯****১৬১
ঠিকানা : গংগানারায়ণ, বালাপাড়া
কাউনিয়া, রংপুর



ঘর নং : ১৭২০
মোট খরচ : ১,৫৯,৩৫৬ টাকা
নাম : মোছা. সাজিনা খাতুন
পেশা : গৃহকর্মী
মোবাইল : ০১৭****৩৫২
ঠিকানা : আরাজি খোন্দ, বালাপাড়া,
কাউনিয়া, রংপুর



আগে



পরে

ঘর নং : ১৭২১
মোট খরচ : ১,৫৮,৫৫৪ টাকা
নাম : মোছা. রাহেনা বেগম
পেশা : গৃহকর্মী
মোবাইল : ০১৭****৯৩৬
ঠিকানা : বিনোদমাঝি, টেপামধুপুর
কাউনিয়া, রংপুর



আগে



পরে

ঘর নং : ১৭২২
মোট খরচ : ১,৫৮,৫৫৪ টাকা
নাম : মোছা. মরিয়ম বেগম
পেশা : গৃহিনী
মোবাইল : ০১৭****৬৩৮
ঠিকানা : পার্শ্বনপাড়া, টেপামধুপুর,
কাউনিয়া, রংপুর



আগে



পরে

ঘর নং : ১৭২৩
মোট খরচ : ১,৫৮,৫৫৪ টাকা
নাম : মো. ফুল মিয়া
পেশা : ভিক্ষুক
মোবাইল : ০১৭****৩১৭
ঠিকানা : হায়বত খাঁ, টেপামধুপুর
কাউনিয়া, রংপুর



আগে



পরে

ঘর নং : ১৭২৪
মোট খরচ : ১,৫৮,৫৫৪ টাকা
নাম : মোছা. উমেনা খাতুন
পেশা : দিনমজুর
মোবাইল : ০১৭****৪৭১
ঠিকানা : আজম খাঁ, টেপামধুপুর,
কাউনিয়া, রংপুর



আগে



পরে

ঘর নং : ১৭২৫
মোট খরচ : ১,৫৮,৫৫৪ টাকা
নাম : মো. বাবর আলী
পেশা : দিনমজুর
মোবাইল : ০১৭*****৭২৬
ঠিকানা : ভায়ীটারী, পারুল,
পীরগাছা, রংপুর



আগে



পরে

ঘর নং : ১৭২৬
মোট খরচ : ১,৫৮,৫৫৪ টাকা
নাম : নুর করিম
পেশা : দিনমজুর
মোবাইল : ০১৭*****৪০১
ঠিকানা : নাগদহ, পারুল, পীরগাছা
রংপুর



আগে



পরে

ঘর নং : ১৭২৭
মোট খরচ : ১,৫৮,৫৫৪ টাকা
নাম : মো. আব্দুল মান্নান
পেশা : রিক্সা চালক
মোবাইল : ০১৭*****৮০৪
ঠিকানা : পূর্ব পারুল, পারুল,
পীরগাছা, রংপুর



আগে



পরে

ঘর নং : ১৭২৮
মোট খরচ : ১,৫৮,৫৫৪ টাকা
নাম : মো. রানা মিয়া
পেশা : দিনমজুর
মোবাইল : ০১৮*****২৯২
ঠিকানা : পূর্ব পারুল, পারুল,
পীরগাছা, রংপুর



আগে



পরে

ঘর নং : ১৭২৯
মোট খরচ : ১,৫৮,৫৫৪ টাকা
নাম : মো. বুলবুল মিয়া
পেশা : দিনমজুর
মোবাইল : ০১৭****৩৩১
ঠিকানা : দেউতি, পারুল, পীরগাছা
রংপুর



আগে



পরে

ঘর নং : ১৭৩০
মোট খরচ : ১,৫৮,৫৫৪ টাকা
নাম : মো. আব্দুল আলিম
পেশা : ইলেকট্রিক মিস্ত্রী
মোবাইল : ০১৭****৬৭০
ঠিকানা : আনন্দি ধনিরাম, পারুল,
পীরগাছা, রংপুর



আগে



পরে

ঘর নং : ১৭৩১
মোট খরচ : ১,৫৮,৫৫৪ টাকা
নাম : মোছা. শাহজাদী বেগম
পেশা : দর্জি
মোবাইল : ০১৭****৮৭৬
ঠিকানা : অভিরাম, পারুল,
পীরগাছা, রংপুর



আগে



পরে

ঘর নং : ১৭৩২
মোট খরচ : ১,৫৮,৫৫৪ টাকা
নাম : মোছা. জরিনা বেগম
পেশা : বেকার
মোবাইল : ০১৭****৮৬১
ঠিকানা : হাসনা, ইটাকুমারী,
পীরগাছা, রংপুর



ঘর নং : ১৭৩৩
মোট খরচ : ১,৫৮,৫৫৪ টাকা
নাম : নুরজাহান বেগম
পেশা : গৃহকর্মী
মোবাইল : ০১৩****১৯২
ঠিকানা : ইটাকুমারী, ইটাকুমারী,
পীরগাছা, রংপুর



ঘর নং : ১৭৩৪
মোট খরচ : ১,৫৮,৫৫৪ টাকা
নাম : মো. শাহজাহান
পেশা : দিনমজুর
মোবাইল : ০১৯****১৫০
ঠিকানা : অমদানগর, অমদানগর,
পীরগাছা, রংপুর



ঘর নং : ১৭৩৫
মোট খরচ : ১,৫৮,৫৫৪ টাকা
নাম : মোছা. মাসুদা
পেশা : দিনমজুর
মোবাইল : ০১৯****৩০৭
ঠিকানা : আমপাইকর, অমদানগর,
পীরগাছা, রংপুর



ঘর নং : ১৭৩৬
মোট খরচ : ১,৬২,৭৫৪ টাকা
নাম : সাহেরা বেগম
পেশা : শিক্ষাবৃত্তি
মোবাইল : ০১৭****৪২০
ঠিকানা : বামন সর্দার, অমদানগর,
পীরগাছা, রংপুর



ঘর নং : ১৭৩৭
মোট খরচ : ১,৫৮,৫৫৪ টাকা
নাম : সন্তুরাম
পেশা : বেকার
মোবাইল : ০১৮****৬৩৪
ঠিকানা : জয়সেন, অন্নদানগর,
পীরগাছা, রংপুর



ঘর নং : ১৭৩৮
মোট খরচ : ১,৫৮,৫৫৪ টাকা
নাম : নিরঞ্জন চন্দ্র রায়
পেশা : কামার
মোবাইল : ০১৭****২১৩
ঠিকানা : জয়সেন, অন্নদানগর,
পীরগাছা, রংপুর



ঘর নং : ১৭৩৯
মোট খরচ : ১,৫৮,৮২৪ টাকা
নাম : শরিফা বেগম
পেশা : গৃহকর্মী
মোবাইল : ০১৭****৬০১
ঠিকানা : কাশিম, ছাওলা,
পীরগাছা, রংপুর



ঘর নং : ১৭৪০
মোট খরচ : ১,৫৮,৮২৪ টাকা
নাম : মো. আব্দুস সালাম
পেশা : রিক্সাচালক
মোবাইল : ০১৭****৪৪৭
ঠিকানা : দামুশ্বর, ছাওলা, পীরগাছা
রংপুর



ঘর নং : ১৭৪১
মোট খরচ : ১,৫৮,৮২৪ টাকা
নাম : মেহের জামাল
পেশা : চারা বিক্রেতা
মোবাইল : ০১৭****৫৩৪
ঠিকানা : শিবদেব, ছাওলা, পীরগাছা, রংপুর



ঘর নং : ১৭৪২
মোট খরচ : ১,৫৮,৮২৪ টাকা
নাম : মো. জিয়াবুল হক
পেশা : দিনমজুর
মোবাইল : ০১৭****৭২০
ঠিকানা : গাবুরা, ছাওলা, পীরগাছা, রংপুর



ঘর নং : ১৭৪৩
মোট খরচ : ১,৬৩,৬২৪ টাকা
নাম : মো. মোকলেছ মিয়া
পেশা : ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী
মোবাইল : ০১৮****০৩১
ঠিকানা : কাশিম, ছাওলা, পীরগাছা, রংপুর



ঘর নং : ১৭৪৪
মোট খরচ : ১,৫৮,৮২৪ টাকা
নাম : মো. আফফর আলী
পেশা : ভাংগারী
মোবাইল : ০১৭****৪১২
ঠিকানা : মক্কেমপুর, কৈকুড়ি, পীরগাছা, রংপুর



আগে



পরে

ঘর নং : ১৭৪৫
মোট খরচ : ১,৫৮,৮২৪ টাকা
নাম : মো. রোকন মিয়া
পেশা : দিনমজুর
মোবাইল : 013*****101
ঠিকানা : মক্কেমপুর, কৈকুড়ি,
পীরগাছা, রংপুর



আগে



পরে

ঘর নং : ১৭৪৬
মোট খরচ : ১,৫৮,৮২৪ টাকা
নাম : মো. আব্দুর মিয়া
পেশা : দিনমজুর
মোবাইল : 018*****631
ঠিকানা : মিরাপাড়া, কৈকুড়ি,
পীরগাছা, রংপুর



আগে



পরে

ঘর নং : ১৭৪৭
মোট খরচ : ১,৬৩,০২৪ টাকা
নাম : মোছা. মনজুরা বেগম
পেশা : ছাগল পালন
মোবাইল : 019*****815
ঠিকানা : মকসুদ খাঁ, কৈকুড়ি,
পীরগাছা, রংপুর



আগে



পরে

ঘর নং : ১৭৪৮
মোট খরচ : ১,৫৯,৩৫৬ টাকা
নাম : মোছা. ছামিনা বেগম
পেশা : গৃহিণী
মোবাইল : 013*****180
ঠিকানা : হরিণ চওড়া, কালমাটি,
সদর, লালমনিরহাট

[এই তালিকায় লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলার ৭ জন উপকারভোগী রয়েছেন।]



আগে



পরে

ঘর নং : ১৭৪৯
মোট খরচ : ১,৫৮,৮৫৬ টাকা
নাম : মো. আলেক উদ্দিন
পেশা : দিনমজুর
মোবাইল : ০১৩****৩৯০
ঠিকানা : বাঁশদহ, কালমাটি, সদর,
লালমনিরহাট



আগে



পরে

ঘর নং : ১৭৫০
মোট খরচ : ১,৫৮,৮৫৬ টাকা
নাম : মো. আব্দুল আউয়াল
পেশা : গ্যামেটিস কর্মী
মোবাইল : ০১৭****১৪৭
ঠিকানা : হরিণচড়া, খুনিয়াগাছ,
সদর, লালমনিরহাট



আগে



পরে

ঘর নং : ১৭৫১
মোট খরচ : ১,৫৮,৮৫৬ টাকা
নাম : মো. লুৎফর রহমান
পেশা : হকারী
মোবাইল : ০১৩****৮৪০
ঠিকানা : হরিণচড়া, খুনিয়াগাছ,
সদর, লালমনিরহাট



আগে



পরে

ঘর নং : ১৭৫২
মোট খরচ : ১,৫৮,৮৫৬ টাকা
নাম : মো. বকুল মিয়া
পেশা : দিনমজুর
মোবাইল : ০১৭****৫৪৪
ঠিকানা : বাঁশদহ, খুনিয়াগাছ,
সদর, লালমনিরহাট



আগে



পরে

ঘর নং : ১৭৫৩
মোট খরচ : ১,৫৮,৮৫৬ টাকা
নাম : মোছা. জোসনা খাতুন
পেশা : গৃহিণী
মোবাইল : ০১৩****৫২৫
ঠিকানা : নিম্নমাধ্যমিক, খুনিয়াগাছা,
সদর, লালমনিরহাট



আগে



পরে

ঘর নং : ১৭৫৪
মোট খরচ : ১,৫৮,৮২৪ টাকা
নাম : মোছা. ছামিরন বেগম
পেশা : দিনমজুর
মোবাইল : ০১৭****৪১১
ঠিকানা : চর বিদ্যানন্দ, বিদ্যানন্দ
রাজারহাট, কুড়িগ্রাম



আগে



পরে

ঘর নং : ১৭৫৫
মোট খরচ : ১,৫৭,৫৮৬ টাকা
নাম : মোছা. ছালেহা বেগম
পেশা : দিনমজুর
মোবাইল : ০১৭****৪১৫
ঠিকানা : গোপিডাঙ্গা, বালাপাড়া,
কাউনিয়া, রংপুর



আগে



পরে

ঘর নং : ১৭৫৬
মোট খরচ : ১,৫৭,৫৮৬ টাকা
নাম : মোছা. মর্জিনা বেগম
পেশা : গৃহিণী
মোবাইল : ০১৩****৬৭১
ঠিকানা : হরিশ্বর, বালাপাড়া,
কাউনিয়া, রংপুর

সেপ্টেম্বর মাসে সম্পন্ন হয়েছে যেসব কোর্স

পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন এবং স্বাবলম্বী সমাজ গঠনের লক্ষ্যে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন পরিচালনা করে আসছে বিভিন্ন মেয়াদি ও মানসম্মত প্রশিক্ষণ কোর্স। উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকার ও স্বাবলম্বী হতে ইচ্ছুক মানুষদের দক্ষ ও যোগ্য জনশক্তিতে রূপান্তর করাই এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য।

আলহামদুলিল্লাহ, সদ্য সমাপ্ত সেপ্টেম্বর মাসে



একাধিক কোর্সের শিক্ষার্থীরা সফলভাবে প্রশিক্ষণ শেষ করেছেন। আনন্দের বিষয় হলো, কোর্স শেষ করার পরপরই অনেকে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন, আবার অনেকে স্বাবলম্বী হতে নিজস্ব উদ্যোগ বা ব্যবসা গড়ে তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী তরুণদের এই আগ্রহ, কাজের প্রতি নিষ্ঠা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার আকাঙ্ক্ষা আমাদের এই পথচলাকে আরও অনুপ্রাণিত করে।

ENGLISH LANGUAGE PROGRAM - 2ND BATCH

ID	NAME	DISTRICT	MOBILE
20	HEMAYET ULLAH MIYAZI	Noakhali	018*****700
27	MD OLIULLAH	Netrokona	019*****476
29	HAFIZUL ISLAM	Dhaka	016*****667
37	MOHAMMAD ALI	Dhaka	013*****415
40	MOSADDEK BILLAH	Brahmanbaria	018*****989
43	MD. KHANDOKAR RADOWANUL ISLAM	Rangpur	018*****203
46	YEAHIA KASHEM	Lakshmipur	017*****931
47	MD. AMINUL ISLAM	Dhaka	019*****874
48	ABU HURAYRA SYAM	Tangail	013*****536
53	ASHRAF KHAN MEAD	Brahmanbaria	019*****518
55	MD. SHIHAB UDDIN	Narsingdi	017*****180
56	NUR MUHAMMAD	Gazipur	017*****114
58	MD. IMRAN HOSSAIN TUHIN	Dhaka	019*****313
65	SHAMIM HOSEN	Tangail	016*****868
70	MD HAFIJUR RAHMAN	Dhaka	018*****900
72	MD TARIF AHMED	Netrokona	017*****664
79	ASIFUR RAHMAN	Cox's Bazar	019*****276
80	MD.MAMUNUR RASHID	Mymensingh	017*****685
81	MD.TASNEM	Kushtia	013*****762
83	MD NOMAN SIDDIQI	Noakhali	016*****549
89	MD.ASADUZZAMAN	Dinajpur	015*****686

ID	NAME	DISTRICT	MOBILE
93	MAHDI HASAN	Faridpur	017*****750
94	ISHTIAQ MAHMUD	Dhaka	019*****027
97	MD ISMAIL HOSSAIN	Dhaka	015*****959
100	SAJID SHAHRIAR	Dhaka	019*****881
101	MD MAHMUDUL HASAN	Narayanganj	018*****399
102	MANJURUL HAQUE	Rajbari	017*****149
105	MD. ALAUDDIN KADER	Rangamati	018*****331
109	MD. SAIFUL ISLAM	Narayanganj	017*****163
112	SIRAJUL ISLAM	Gazipur	017*****254
119	MD. TANVIRUL ISLAM	Dhaka	019*****456
125	ATIKUR RAHMAN	Kurigram	017*****046
138	MUHAMMAD YUSUF	Bogura	016*****772
147	ABDULLAH AL AFIF	Narsingdi	018*****229
151	MUTTAQI BIN MUNIR	Dhaka	016*****790
155	RAJU MIA	Mymensingh	019*****763
158	MD FARID HOSSAIN	Munshiganj	018*****388
162	MD.IMRAN AHMED	Narsingdi	016*****478
165	MD. EYAD HOSSAIN	Khulna	017*****628
166	TARIKUL ISLAM	Mymensingh	017*****025
168	FOYSAL AHMED	Dhaka	016*****861
172	JAMIL AHMAD AKOND	Narshingdi	016*****451
174	FAHIM BILLAH	Gazipur	019*****366
177	MD HAMIM ALI	Dhaka	017*****347
194	MD.AMIRUL ISLAM	Sirajganj	018*****272
201	SHARIF UDDIN	Brahmanbaria	010*****073
212	MD UBAIDULLAH RAZIB	Kishoreganj	016*****899
220	MD SHEHAB UDDIN	Jhalokati	017*****674
222	ANAS HOSSAIN	Brahmanbaria	016*****156
227	YAKUB KISOR	Dhaka	018*****657
233	MUHAMMAD RAHATUZZAMAN GAZI	Dhaka	018*****063
237	HUJAIFA	Brahmanbaria	018*****522
238	ABU BAKAR	Chattogram	018*****045
241	ABU BAKKAR SIDDIK	Kushtia	016*****904
249	SOFIKUL ISLAM DIPU	Lakshmipur	016*****435
251	ZAHID AL HASAN	Noakhali	018*****613
254	MD HABIBUR RAHMAN	Noakhali	018*****094

ID	NAME	DISTRICT	MOBILE
257	MUHAMMAD FAKHRUL ISLAM	Dhaka	018*****352
264	TAJ UDDIN	Habiganj	018*****938
266	AZMAIN MAHTAB ISRAK	Kurigram	017*****547
267	SAKHAWAT	Feni	018*****877
270	MD IBRAHIM	Munshiganj	017*****870
285	MD. SALAUDDIN	Bhola	017*****107
288	MD.SHAGOR ALI	Dhaka	019*****444
293	NAYEM	Shariatpur	016*****758
297	MUHAMMADABDULZOBBAR	Chuadanga	016*****404
299	SOFIUL ALOM	Cumilla	017*****780
303	ABDUR RAZZAK	Narsingdi	016*****694
304	MD SAJIB HOSSEN	Faridpur	016*****700
308	MD ANAMUL HAQUE	Rajshahi	016*****661
315	MOHAMED RIDUANUL ISLAM	Chattogram	016*****318
317	MOHAMMED ANAS	Chittagong	016*****320
325	IMRAN MIA	Kishoreganj.	017*****766
328	RIAD HASAN	Jamalpur	018*****909
343	MD. IMAM HASAN	Pirojpur	018*****246
354	MD. SHAHADAT HOSEN NIROB	Lakshmipur	018*****333
362	MD. TOUFIQ KHAN	Narsingdi	019*****098
363	MD YAHYA	Noakhali	016*****729
365	MD NAYEM SHEIKH	Faridpur	017*****968
381	MD JUBAYER AL FATIH	Shariatpur	013*****891
388	HAMIDUL ISLAM	Panchagore	017*****989
389	A.S.M.MASUD SAKIB MIAZI	Cumilla	017*****048
392	MD NAYEM SHEIKH	Pirojpur	015*****766
404	MD HAFIZUL ISLAM	Jhenaidah	017*****590
405	SAKIB SAKLAIN	Dhaka	018*****626
408	MD ALI SOJIB	Noakhali	016*****284
410	MOHAMMAD ABDUL AOWAL	Chattogram	016*****251
417	MD. JAHIRUL ISLAM	Cumilla	018*****684
420	MD. ZUNAYED	Noakhali	017*****530
423	HAMEDUL ISLAM	Cumilla	018*****181
424	KAMRUL ISLAM	Dhaka	018*****563
426	RASHIDUL ISLAM	Tangail	017*****117
431	ABDULLAH AL MASRUR	Sylhet	017*****336

ID	NAME	DISTRICT	MOBILE
432	MD ZIHADUL ISLAM KHAN EVAN.	Jhalokhati	013*****633
436	TUFAEL AHMED	Sunamganj	016*****850
439	MD. SAYEDUR RAHMAN SAYED	Chattogram	019*****743
441	MD NAZMUL ISLAM	Mymensingh	017*****543
443	MD.TAJIBUR RAHMAN SIKDER	Narail	017*****029
444	MD.ABDULLAH	Rajshahi	017*****485
446	MD.JAHID HASAN	Dhaka	018*****871
447	HANZALA	Narayanganj	018*****753
448	OMAYER AL FARAH	Dhaka	015*****327
451	KAZI JUBAER AHMED	Habiganj	013*****655
452	JOBAER AHMED	Dhaka	017*****839
453	MD: RIJU AHAMMAD	Gaibandha	017*****236
456	MINHAZUL ISLAM MAHIN	Feni	019*****686
461	AZIZUL HOQUE	Cox's Bazar	018*****725
462	HAMID HOSSAIN	Cox'sbazar	018*****526
466	MD MAIN UDDIN	Noakhali	013*****480
470	SHEKH ASHRAFUL ISLAM	Dhaka	017*****322
479	MD. HABIBUR RAHMAN	Mymensingh	013*****609
491	MD MAHMUDUL HASAN	Narayanganj	015*****251
495	MD.MUNTASIR AL MAMUN	Mymensingh	017*****125
500	HASAN MAHMUD	Comilla	018*****313
504	RAKIBUL ISLAM	Pirojpur	013*****188
506	MD FAZLUL KARIM	Patuakhali	017*****519
513	RAHMATULLAH	Momenshahi	017*****737
515	MD EASIN HAIDER	Bhola	013*****501
523	ASIKUR RAHMAN	Tangail	017*****584
524	MAHDI HASAN BAIZID	Mymensing	015*****316
525	MD EMRAN HOSSEN	Khulna	018*****259
528	MD ABDUR RAHMAN	Cox's Bazar	018*****779
529	MOHAMMED ALI HOSSAIN	চট্টগ্রাম	016*****746
532	ZONAYED HOSAIN	Narsingdi	016*****696
533	SHIBLI NOMAN	Cox's Bazar	018*****747
534	MD. AZIZUL HAQUE	Uttarkhan	016*****052
540	MD. SAMIM AHAMMAD	Bhola	018*****442
543	ZUBAYER AL MAHMUD	Mohammad Pour	017*****310
546	ZAYNUL ALAM	Dhaka	016*****407

ID	NAME	DISTRICT	MOBILE
550	SHORIFUL ISLAM	Gaibandha	017*****578
551	ABDULLAH AL NOMAN	Comilla	018*****845
552	YAHYA AL HUNAI	Dhaka	018*****551
559	MD SABBIR RAHMAN	Kushtia	013*****857
560	IBRAHIM HAQUE	Bhola	017*****585
562	MD SAJJAD HOSSAIN RAZ	Dhaka	017*****520
564	SHEIKH SAAD	Gazipur	013*****953
567	RAFIQUL ISLAM	Dhaka	015*****451
572	NAIMUL ISLAM	Pabna	017*****577
575	MD. JUNIDUR RAHMAN	Chattogram	018*****585
583	MD AKKAC UDDIN JESAN	Gazipur	018*****534
587	MOHAMMAD SAZZAD HUSSAIN	Lokkipore	018*****116
601	REDWANULLAH	Pabna	017*****093
609	MD.JIHADUL ISLAM	Dhaka	017*****821
619	MD YAQUB	Dhaka	013*****327
626	SHAMIM OSMAN	Camilla	018*****865
627	AL EKRAM	Kishorgonj	019*****452
630	MD JUBAYER AHMAD	Dhaka	018*****915
633	MD.DIDARUL ALAM	Dhaka	016*****963
634	MD.SHAHLAL MIAH	Dhaka	017*****297
644	MD AL AMIN	Natore	016*****866
646	ABDULLAH AL MAMUN	Cumilla	016*****437
648	HEDAYET ULLAH	Mymensingh	017*****492
649	MD ABU HOSSAIN	Satkhira	017*****397
657	MD. HAFIJUR RAHMAN	Jhalakathi	016*****414
661	ABDUL MUHAJMIN	Noakhali	018*****186
668	MUHAMMAD BIN HEDAYET	Gazipur	018*****983
671	HABIBULLAH HUMAUN	Noakhali	018*****570
672	JULFIKAR ALI	Dhaka	016*****771
675	MD.AMINUL ISLAM SUMON	Dhaka	015*****320
687	SAKHAWATULLAH	Dhaka	017*****881
688	ALAMIN	Faridpur	013*****120
692	MD MAHFUJ ALAM	Gajipur	019*****618
695	OLI ULLAH	Dhaka	019*****203
702	MD KAWSAR AHAMAD	Manikganj	017*****607
705	ABU NAYEM MAJUMDER	Dhaka	015*****049

ID	NAME	DISTRICT	MOBILE
707	TAWFIQUR RAHMAN	Satkhira	019*****894
709	MOHAMMAD OHIDUL ISLAM	Rangamati	015*****092
711	IMRAN HUSSAIN	Dinajpur	013*****404
715	MOHAMMAD REHAN ZUBAIR	Bogura	015*****776
722	MD. SUMON MIAH	Dhaka	016*****730
723	MD. SOHEL CHOWDHURY	Dhaka	017*****636
727	ABU.RAYHAN	Noakhali	018*****847
728	JUBAYER AHMAD RIYAD	Jamalpur	016*****222
729	MD.ABU SAYED	Shariatpur	017*****255
731	MD.NIROB ISLAM	Dhaka	018*****492
741	MAHMUD HASAN	Dhaka	019*****025
746	ABDULLAH BHUIYAN	Narayanganj	015*****628
750	MD MAHMUDUL HASAN	Patuakhali	016*****442
752	TASKIN RAHMAN	Gopalganj	016*****364
754	NUR MOHAMMAD	Dhaka	013*****220
757	MD IMRAN HOSSAN	Cumilla	017*****170
761	MD. OMAR FARUQ KASEMI	Habiganj	018*****005
773	MD MUJAHID BILLAH KHANDOKER	Nilfhamari	017*****026
776	MD. KAOSAR AHMAD	Dinajpur	017*****258
785	MD SALMAN HOSSAIN	Gazipur	017*****126
789	ABDULLAH AL MAHMUD	Dhaka	017*****547
797	MD. AMIRUL ISLAM	Barguna	017*****697
806	MD SAMSUDDIN	Bhola	016*****990
814	ISMAIL HOSEN	Gaibandha	018*****284
817	FIRDAUS RAHMANI	Mymensingh	017*****299
818	MD. SHAIKHUL HADI	Dhaka	015*****348
826	MD. SHARIF	Chattagram	018*****253
828	MD KHALID HASAN	Faridpur	018*****990
829	AL AMIN AHMED CHOWDHURY	Sylhet	017*****791
833	MD. SIFOLLAH	Netrokona	019*****531
837	MD AMINUR ISLAM	Tangail	017*****402
845	MD BADRUZZAMAN	Habiganj	015*****458
846	MD.ZAKIR HASAN	Kurigram	019*****005
847	MD KAMAL HOSSAIN	Dhaka	016*****072
848	FAIJULLAH FAIZ	Gazipur	016*****138
853	MD. KAMRUJJAMAN SARKER	Rangpur	017*****388

ID	NAME	DISTRICT	MOBILE
854	TAMIM ABDULLAH	Shatkhira	017*****071
863	SHEIKH JUBAYER	Mymensingh	018*****993
866	EMON HOSSAIN SAKIL	Dhaka	019*****318
872	MD ABDUL MOTALEB BHUIYA	Azimpur	015*****549
875	MD MASUM HOSSAIN	Lalmonirhat	017*****392
893	MD EMAM HOSSAIN	Chandpur	018*****390
896	MD.JAHIDUL ISLAM	Comilla	015*****723
900	MD.SHARIFUL ISLAM SAURAV	Mymensingh	016*****830
901	MD:MAHBUBUR RAHMAN	Dhaka	014*****426
911	SHIHAB UDDIN	Chattogram	018*****565
914	ASHRAF BIN MUKTAR	Dhaka	017*****877

SMALL BUSINESS MANAGEMENT COURSE - 36,37,38 BATCH

ID	NAME	DISTRICT	MOBILE
3601	MD AZIM UDDIN	Chandpur	017*****939
3602	NAYEM AHMAD	Munshiganj	016*****655
3603	MD NAYEEM	Manikganj	018*****107
3605	NURSIDDIK MIA	Nilphamari	017*****590
3607	MD. SAKIB HASAN JONY	Satkhira	018*****235
3608	WASEL KADERI	Chattogram	013*****319
3609	SAKIBUL HASIB	Barishal	019*****725
3610	FAZLE HASAN	Sherpur	018*****026
3611	MD:JAHED HOSSAIN	Lakshmipur	017*****923
3612	MD. ABU TALHA	Bhola	017*****588
3613	SHEIKH MOHAMMAD SADHIN ISLAM	Gaibandha	017*****897
3614	MD FAHIM	Chandpur	016*****368
3616	MD.ABDULLAH AL MAMUN	Kurigram	017*****041
3617	MAHADI HASAN MANON	Feni	018*****158
3619	MD AYMAN HASAN	Chattogram	016*****739
3622	MD TAWHID JAMIL	Munshiganj	016*****380
3623	MD ASRAFUL ISLAM TALHA	Lakshmipur	015*****389
3624	SAWKAT AKBAR	Gazipur	019*****729
3625	MD. SHIHAB HOSSAIN SHANTA	Gazipur	018*****728
3626	MOHAMMAD SIFAT HOSSAIN	Mymensingh	017*****396
3627	MD. SOBUJ AHAMED	Tangail	018*****821

ID	NAME	DISTRICT	MOBILE
3628	JOHIRUL ISLAM MUJAHID	Bhola	016*****936
3629	MD. ABU BOKOR SIDDIK ABDULLA	Bagerhat	016*****169
3630	AL AMIN	Dhaka	015*****550
3631	MD ABU NAYEM	Thakurgaon	017*****909
3632	MD AMIR HAMZA	Sunamganj	017*****667
3633	MD ATIK	Habiganj	016*****332
3634	ASHIK JUBAYER RAHAT	Mymensingh	013*****099
3635	MD JUBAYER AHMAD	Dhaka	018*****915
3636	MD.MAHMODUL HASAN	Mymensingh	019*****820
3637	MD.ABUBAKAR SEDDEQUE	Chandpur	019*****647
3638	ABDULLAH AL MAHMUD TAMIM	Dhaka	018*****525
3639	MD SOTON ALI	Kushtia	013*****823
3640	MAHMUDUL HASAN	Chapainawabganj	017*****137
3641	MD. MAHFUZUR RAHMAN	Mymensingh	016*****358
3642	ABDULLAH	Barishal	018*****305
3643	MAHABUB ISLAM	Netrokona	019*****646
3644	SAJID HASAN	Dhaka	018*****468
3645	RAKIBUL ISLAM	Chandpur	018*****077
3646	OSMAN GONI	Barishal	014*****981
3647	MD. MUHIMINUL ISLAM SIAM	Barishal	016*****111
3648	ABDUR RAHMAN	Gopalganj	017*****483
3649	NOMAN HOSSAIN	Bhola	013*****316
3650	MD NAYM ISLAM	Brahmanbaria	016*****599
3651	SAIFUL ISLAM	Cumilla	018*****788
3652	MD. UJJAL MIA	Cumilla	018*****771
3653	MIR MD. SHOYEB	Mymensingh	017*****869
3654	MD SAKIBUL ISLAM	Barishal	017*****598
3702	MOHAMMAD HASAN	Feni	013*****690
3703	MOHIUDDIN MAHIM	Lakshmipur	018*****610
3704	IBRAHIM MIAH	Shariatpur	017*****925
3705	MD. JAHIR	Chandpur	013*****345
3706	SHAMIM HOSSAIN	Dhaka	018*****252
3707	MD MAHFUJUR RAHMAN KHAN	Chandpur	018*****659
3708	TOFAYEL AHMAD SHIBLE	Patuakhali	017*****795
3709	ABU HURAIRA RAFID	Mymensingh	018*****785
3710	MD SHORIFUL ISLAM	Natore	018*****986

ID	NAME	DISTRICT	MOBILE
3711	MD TAREK AZIZ	Lakshmipur	018*****337
3712	JUBAYER KHAN	Bagerhat	016*****372
3713	MD RAYHAN KABIR	Rangpur	018*****022
3714	MD OMAYER FARUQUEE	Chattogram	018*****825
3715	MD MARUF HOSEN	Tangail	017*****165
3716	MD. HASAN IMAM	Lakshmipur	018*****853
3717	MAMUNUR RAHMAN	Lalmonirhat	017*****189
3718	MD. SAHIDUL ISLAM	Cumilla	015*****238
3719	NAIMUL ISLAM	Feni	018*****081
3720	SHAIKH SALEH AHMAD	Gopalganj	016*****450
3722	MD.SHAFAyat HOSSAIN	Chattogram	015*****550
3723	ATIKUR RAHMAN	Sirajganj	017*****764
3724	MD AL AMIN	Chattogram	018*****345
3726	OMAER HOSSAN SABBIR	Bagerhat	019*****051
3727	EEHTISHAM AHMED CHOUDHURY	Habiganj	017*****834
3728	MAHDI HASAN	Kishoreganj	015*****013
3729	MAHDI HASAN	Dhaka	018*****320
3730	RIDWANUL ISLAM TAQI	Sirajganj	017*****225
3731	BILLAL HOSEN	Shariatpur	013*****425
3732	MD. SAKIBUL HASAN RAHAT	Mymensingh	017*****124
3733	MD.SAYEKH SHORFUDIN	Jashore	017*****953
3734	MAHMUDUL HASAN MASUM	Kishoreganj	018*****750
3735	MD JAKIR HOSSAIN	Chattogram	017*****189
3736	JUBAYER AHMAD	Kishoreganj	018*****250
3737	ANAMUL HAQUE	Sirajganj	017*****029
3738	MOHAMMAD TANZIL AZIZ	Jamalpur	014*****675
3739	TARIF BILLAH	Sherpur	019*****233
3740	MD. YASIN SHIKDER	Mymensingh	018*****619
3741	ABDULLAH AL ADIB	Dhaka	019*****029
3742	ABDULLAH BEPARI	Munshiganj	013*****628
3743	MAHFUZUR RAHMAN	Rajshahi	017*****497
3744	HASAN ULLAH	Chattogram	018*****988
3745	MD.OMAR FARUK	Cumilla	018*****447
3746	LUTFHUR SADHI	Habiganj	017*****715
3747	EMAD UDDIN JAFOR	Sylhet	017*****338
3748	SAKHAWAT HOSSAIN SAMIR	Noakhali	013*****883

ID	NAME	DISTRICT	MOBILE
3749	MD. IMRAN HOSSAIN	Sirajganj	016*****042
3750	MD MUTAHAR HUSAIN	Netrokona	017*****609
3751	HABIBUR RAHMAN MASUM	Moulvibazar	017*****996
3752	JAHDUL ISLAM RABBY	Dhaka	019*****433
3753	TANVIR HOSEN	Mymensingh	017*****827
3754	MD. MONIR HOSSEN	Tangail	019*****389
3802	MAHBUBUL HASAN KAWSHER	Sirajganj	017*****069
3803	MD SAJAL BAPARI	Dhaka	018*****288
3804	TORIKUL ISLAM	Barishal	016*****844
3805	MD.IBRAHIM	Bhola	019*****136
3806	MD. MONTASIR RAHMAN	Rangpur	017*****301
3807	SAIKAT HOSSEN	Lakshmipur	017*****335
3810	JAYED BIN AMIN	Sherpur	018*****077
3811	MD BORHAN UDDIN	Natore	017*****377
3812	BORHAN UDDIN SOHAG	Chattogram	016*****686
3813	IMRAN ALI	Dinajpur	017*****210
3814	NURE ALAM SHIHAB	Barishal	018*****698
3815	MOHAMMAD HASNIEN	Bhola	018*****546
3816	MAHAMUDUL HASAN	Bagerhat	018*****709
3817	ASRAFUL HASAN TANVIR	Chandpur	016*****820
3819	SOHAN AHAMMAD	Netrokona	017*****971
3820	SABBIR ADNAN	Bhola	013*****396
3822	ANAS MAHMUD	Lakshmipur	013*****553
3823	ASADUZZAMAN RONI	Jamalpur	018*****217
3824	RASHID AHMED	Cumilla	016*****015
3825	MD TUFAEL	Kishoreganj	014*****094
3826	SOLAYMAN	Gopalganj	016*****225
3827	OBAYDULLAH SIFE	Manikganj	016*****500
3828	NAHID SHORIF	Narayanganj	019*****872
3830	ASADUZZAMAN MISBAH	Gopalganj	016*****216
3831	SHOFIKUL ISLAM	Madaripur	013*****664
3832	ABDUR RAHAMAN	Bhola	018*****712
3833	MD. JUBAIR SAADAT	Dinajpur	018*****378
3834	TALHA JOBAER	Cumilla	014*****478
3835	SAIFUL ISLAM	Barishal	017*****046
3836	MAMUNUR ROSID	Lakshmipur	018*****455

ID	NAME	DISTRICT	MOBILE
3837	FARHAN SAKIB	Chattogram	018*****632
3838	GOLAM RABBI	Natore	013*****064
3839	MD.KAWSER AHMAD	Mymensingh	019*****415
3840	ATAULLAH BIN SHOFIQ	Lalmonirhat	017*****161
3841	MD RAYHAN	Barishal	017*****701
3842	AFRAHIM SARAFAT	Chattogram	016*****844
3843	NAJMUS SHAKIB	Dhaka	013*****389
3845	SALAH UDDIN	Brahmanbaria	018*****307
3846	ISMAIL RAFI	Chandpur	016*****096
3847	MOHAMMAD NAEIMUL ISLAM	Feni	018*****377
3848	BADRUL HASAN EMON	Khulna	013*****370
3849	ASIF HASAN	Manikganj	016*****002
3850	MOHAMMEDULLAH	Brahmanbaria	017*****213
3851	M HASIB BIN MAHBUB	Sirajganj	017*****616
3852	BAYAZID MIAH	Narsingdi	019*****386
3853	MD.MURSALIN	Barishal	013*****107



শায়খ আহমাদুল্লাহর

নতুন বই

প্রিয়নবী সারসংক্ষেপ
আলহাদিহ -এর
ওরাসালান

ঘুমের আগের
দুআ-মিকির
ও আমন

এখন বাজারে

আপনার কপিটি সংগ্রহ করতে
আজই অর্ডার করুন।

ন্যূনতম ৩০ কপি পাইকারি নিতে হোয়াটসঅ্যাপ করুন

☎ 01771010610